(Operation Tribulation Rescue – Bengali, 20 March 2017)
(www.tribulationrescue.com)

ক্রিয়াপদ্ধতি, ক্লেশ, পুনরুদ্ধার

যীশুর পুনরাগমনের সতর্কতা

পিছনে পড়ে থাকাদের প্রস্তুত করা

জগতে সুসমাচার প্রচার

১ প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা

২ কিভাবে আমি উদ্ধার পেতে পারি ?

৩ আমি উদ্ধার পেয়েছি... এর পর ?

৪ ক্লেশ হতে রক্ষা পাবার নির্দেশিকা– লক্ষাধিক অদৃশ্য .. কেন ?

৫ শেষ সময়ের ঘটনা

৬ আমরা কি বিশ্বাস করি ?

৭ বাইবেলের সত্য বিষয়

৮ বাইবেলের প্রাথমিক বিষয়

৯ পরামর্শের উৎস

১০ দর্শন এবং প্রচার কার্য্য

১১ আমাদের বিষয়

১২ যোগাযোগ/ আমাদের সাথে যোগাযোগ দিন–

১– প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা –

১২ টি শেষকালের ঘটনা যা জগতকে বদলে দেবে !

একমাত্র ঈশ্বর জানেন এই ক্রিয়ার কালের ঘটনা কবে শুরু হবে ।

সতর্কতা !

যখন লক্ষাধকি লে াক আদৃশ্য হয়ে যাবে, আপনার উদ্ধাররে প্রয়ে াজন !

১ লক্ষাধকি অদৃশ্য (খ্রীষ্টানদরে রূপান্তরণ)

২ জগতে একটি রাজ্যরে সংগঠন (মহান বাবীলন)

৩ বভিন্নি রাজ্যরে দ্বারা ইস্রায়লে আক্রান্ত (বশিষে শক্তি)

৪ ইস্রায়লে – খ্রীষ্টাররি শান্তরি চুক্তি (মহা ক্লশেরে শুরু)

৫ ইস্রায়লে দুইজন ভবষি্যবক্তা (বশিষে শক্তি)

৬ যরিূশালমে যহিূদীদরে মন্দরিরে পুনর্নরি্মাণ

৭ ঈশ্বররে ২১টি বচিার (লক্ষাধকিরে মৃত্যু)

৮ খ্রীষ্টাররি হত্যা (মৃত্যু হতে পুনরুত্থান)

৯ খ্রীষ্টারি শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করে – মন্দরিকে অপবত্রি করে

১০ দুইজন ভবষি্যবক্তার হত্যা

১১ পশুর চহি্নরে প্রয়ে াজন

১২ যীশুর পুনরাগমন (বচিার দনি)

আপনি কি করবনে ?

- উদ্ধার লাভ করুন –
- প্রভু যীশু খ্রীষ্টরে শুভ সংবাদ অন্যকে জানান !
- ক্লশে হইতে উদ্ধার পাওয়ার নরি্দশোবলী পাঠ করুণ

(আরে া এই বষিয়ে জানবার জন্য শষেরে সময়রে ঘটনা এবং শষে সময়রে বাইবলেরে ভবষি্যবাণী দখেুন)

২ কি ভাবে আমি উদ্ধার পতেে পারি ?

আপনি কি জাননে বাইবলে অশুভ এবং শুভ উভয় সংবাদ আছে ? অশুভ সংবাদটি আপনার বষিয়ে । শুভ সংবাদটি ঈশ্বররে বষিয়ে । আসুন প্রথমে অশুভ সংবাদটি দখেি –

অশুভ সংবাদ–

১। প্রত্যকেকেই পাপী এবং যীশুর সাথে সহভাগিতা না থাকলে সকলেই হারিয়ে গিয়েছে । “কেনেনা সকলেই পাপ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের গৌরব বহীিন হইয়াছে –(রোমীয় ৩ ২৩)

২। পাপের বেতন মৃত্যু “কেনেনা পাপের বেতন মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ দান- আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে অনন্ত জীবন (রোমীয় ৬ ২৩)

শুভ সংবাদ–

১। যীশু আপনাকে প্রেম করেন । তিনি আপনার জন্যে মারা যান এবং পুনরুত্থিত হন (তিনি আপনার পাপের বেতন দান করেছেন) “কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁহার নিজের প্রেম প্রদর্শন করিতেছেন; কারণ আমরা যখন পাপী ছিলাম তখন খ্রীষ্ট আমাদের নিমিত্তে প্রাণ দিলেন(রোমীয় ৫: ৮)

প্রশ্ন :এমন কি কিছু আছে যা প্রভু যীশুকে আপনার পরিত্রাতা বলে বিশ্বাস করার থেকে দূরে রেখেছে?

প্রস্তাবিত প্রার্থনা–

প্রিয় ঈশ্বর, আমি এখন তোমার কাছে আসি৷ আমি জানি আমি একজন পাপী । আমি জানি প্রভুযীশু আমার নিমিত্তে মরেছেন এবং পুনরুত্থিত হয়েছেন । এই মুহূর্তে আমি যীশু খ্রীষ্টকে আমার পরিত্রাতা বলে স্বীকার করি। এখন ক্ষমা ও অনন্ত জীবন যা আমি লাভ করলাম তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই । যীশুর নামে চাই – আমেন –

যদি আপনি যীশু খ্রীষ্টে আপনার বিশ্বাস স্থাপন করে থাকেন, শুভেচ্ছা জানাই এবং ঈশ্বরের পরিবারে স্বাগত জানাই ! আপনার সমস্ত পাও ক্ষমা হয়ে গিয়েছে এবং খ্রীষ্টে আপনি অনন্ত জীবন লাভ করেছেন, যা আপনার কাছ থেকে কেহ নিতে পারবেনা । এর অর্থ হল আপনার পরিত্রাণ এবং অনন্ত জীবনের নিরাপত্তা ঈশ্বরের বাক্যের উপরেই স্থাপিত, ভাবনার উপরে নয়। পরিত্রাণ আমাদের ভাল কর্মের উপরে নির্ভর করেনা । “কেনেনা অনুগ্রহেই বিশ্বাস দ্বারা তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ; এবং ইহা তোমাদের হইতে হয় নাই, ঈশ্বরেরই দান; তাহা কর্মের ফল নয়; যেন কেহ শ্লাঘা না করে”।(ইফিষীয় ২ ৮-৯)

পরিত্রাণের এই পদ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মুখস্থ করুণ – যেন আপনি অন্যদের তা জানাতে পারেন এবং নিজের পরিত্রাণ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হতে পারেন –

অনন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি–

পবিত্র শাস্ত্রের মাঝেপরিত্রাণের প্রতিশ্রুতি স্পষ্ট ভাবে দেখানো হয়েছে । আপনি যখন একবার উদ্ধার লাভ করেছেন, আপনার উদ্ধার চিরকালের জন্য । যেহেতুক আপনার পরিত্রাণ আপনার বিশ্বাস এবং খ্রীষ্ট আপনার জন্য কি করিয়াছেন তার ভিত্তিতে স্থাপিত, তার মানে আপনি নিজে আর কিছুই করতে পারেন না, যার দ্বারা আপনি আপনার পরিত্রাণ হারিয়ে ফেলবেন । এটাই খ্রীষ্টের সত্য স্বাধীনতা ।

- যোহন ৫:২৪ “সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে ব্যক্তি আমার বাক্য শুনে, ও যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহাকে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে,এবং বিচারে আনীত হয় না, কিন্তু সে মৃত্যু হইতে জীবনে পার হইয়া গিয়াছে”।

- ১ম যোহন ৫:১৩ “তোমরা যাহারা ঈশ্বরের পুত্রের নামে বিশ্বাস করিতেছ, আমি তোমাদিগকে এই সকল কথা লিখিলাম, যেন তোমরা জানিতে পার যে, তোমরা অনন্ত জীবন পাইয়াছ”।
- যোহন ৩:১৬-১৭ “কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয়,কিন্তু অনন্ত জীবন পায় ।কেননা ঈশ্বর জগতের বিচার করিতে পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেন নাই, কিন্তু জগৎ যেন তাঁহার দ্বারা পরিত্রাণ পায়”।

বাইবেলের আরো কতগুলি পদ

- প্রেরিত ১৬:৩১ “...প্রভু যীশুতে বিশ্বাস কর, তাহাতে পরিত্রাণ পাইবে ...”
- যোহন ২০:৩১ “কিন্তু এই সকল লেখা হইয়াছে, যেন তোমরা বিশ্বাস কর যে, যীশুই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র, আর বিশ্বাস করিয়া যেন তাঁহার নামে জীবন প্রাপ্ত হও ।
- যোহন ১৪:৬ “যীশু তাঁহাকে বলিলেন, আমিই পথ ও সত্য ও জীবন; আমা দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকটে আইসে না ।
- রোমীয় ১:১৬ “ আমি সুসমাচার সম্বন্ধে লজ্জিত নহি ; কারণ উহা প্রত্যেক বিশ্বাসীর পক্ষে পরিত্রাণার্থে ঈশ্বরের শক্তি; প্রথমতঃ যিহূদীদের পক্ষে, আর গ্রীকেরও পক্ষে ।
- ২ করিন্থীয় ৫:১৭ “ ফলতঃ কেহ যদি খ্রীষ্টে থাকে, তবে নূতন সৃষ্টি হইল; পুরাতন বিষয়গুলি অতীত হইয়াছে, দেখ, সেগুলি নূতন হইয়া উঠিয়াছে” ।
- ইফিষীয় ১:১৩-১৪ “খ্রীষ্টে থাকিয়া তোমরাও সত্যের বাক্য, তোমাদের পরিত্রাণের সুসমাচার, শুনিয়া এবং তাঁহাতে বিশ্বাসও করিয়া সেই অঙ্গীকৃত পবিত্র আত্মা দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছ; সেই আত্মা ঈশ্বরের নিজস্বের মুক্তির নিমিত্ত, তাঁহার প্রতাপের প্রশংসার নিমিত্ত আমাদের দায়াধিকারের বায়না” ।
- যোহন ৩:৩৬ “ যে কেহ পুত্রে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পাইয়াছে; কিন্তু যে কেহ পুত্রকে অমান্য করে, সে জীবন দেখিতে পাইবেনা, কিন্তু ঈশ্বরের ক্রোধ তাহার উপরে অবস্থিতি করে ।
- প্রেরিত ৪:১২ “ আর অন্য কাহারও কাছে পরিত্রাণ নাই; কেননা আকাশের নীচে মনুষ্যদের মধ্যে দত্ত এমন আর কোন নাম নাই, যে নামে আমাদিগকে পরিত্রাণ পাইতে হইবে ।
- তীত ৩:৫-৬ “তখন তিনি আমাদের কৃত ধর্মকর্মহেতু নয়, কিন্তু আপনার দয়ানুসারে, পুনর্জন্মের স্নান ও পবিত্র আত্মার নূতনীকরণ দ্বারা আমাদিগকে পরিত্রাণ করিলেন, সেই আত্মাকে তিনি আমাদের ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা আমাদের উপরে প্রচুররূপে ঢালিয়া দিলেন” ।
- যোহন ১:১২ “কিন্তু যত লোক তাঁহাকে গ্রহণ করিল, সেই সকলকে, যাহারা তাঁহার নামে বিশ্বাস করে তাহাদিগকে, তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার ক্ষমতা দিলেন ।

পরিত্রাণ সম্বন্ধে আরো জানার জন্য এবং ঈশ্বরে বৃদ্ধি পাবার জন্য উল্লিখিত উৎস গুলিতে যান-

পরবর্তী পদক্ষেপটিতে যান- আমি উদ্ধার লাভ করেছি এখন কি ?

৩ আমি উদ্ধার লাভ করেছি...এখন কি ?

ঈশ্বরের সেবার কার্য্য আরম্ভের পূর্বে এবং আপনার বিশ্বাসের বিষয় অন্যদের বলার আগে সমগ্র বাইবেল পড়ে শেষ করার জন্য আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে না । প্রেরিত পৌল উদ্ধার লাভের পর, তৎক্ষনাত যীশুর বিষয় সমাজ গৃহে প্রচার

করতে থাকলেন । ঈশ্বর আপনার যে শক্তি এবং সাহসের প্রয়োজন এবং কি কথা বলার প্রয়োজন তা যুগিয়ে দেবেন । কেবল মাত্র যীশু আপনার জন্য কি করেছেন তা নিজের হৃদয় থেকে বলুন । ঈশ্বরকে জিজ্ঞেস করুন কি ভাবে তিনি আপনাকে তাঁর মহিমা ও গৌরবের জন্য ব্যবহার করতে পারেন ।

প্রার্থনা

“সতত আনন্দ কর ; অবিরত প্রার্থনা কর ; সর্ববিষয়ে ধন্যবাদ কর ; কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে ইহাই তোমাদের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা । (১ থিষলনীকীয় ৫:১৬-১৮)

“তোমরা প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাক, ধন্যবাদ সহকারে এ বিষয়ে জাগিয়া থাক ।(কলসীয় ৪:২)

“অতএব তোমরা একজন অন্যজনের কাছে আপন আপন পাপ স্বীকার কর,ও একজন অন্যজনের নিমিত্তে প্রার্থনা কর, যেন সুস্থ হইতে পার । ধার্মিকের বিনতি কার্য্যসাধনে, মহাশক্তিযুক্ত”।(যাকোব ৫:১৬)

“সেই সময়ে তিনি একদা প্রার্থনা করণার্থে বাহির হইয়া পর্বতে গেলেন, আর ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে করিতে সমস্ত রাত্রি যাপন করিলেন” । (লূক ৬:১২)

(রোমীয় ৮:২৬, ইফিষীয় ৬:১৮, ইব্রীয় ৪:১৪-১৬; ২ বংশাবলী ৭:১৪, ফিলিপীয় ৪:৬-৮, মথি ৬:৫-১৩, ১৫:৩৬, মার্ক ১:৩৫, লূক ৫:১৬, ১১:১-১৩)

বাইবেল পড়ুন

বাইবেল পড়ুন এবং ঈশ্বরের বাক্য যতটা সম্ভব মুখস্থ করুণ । যদি আপনার বাইবেল না থাকে অথবা খুঁজে না পান, ইন্টারনেট থেকে কিছু অংশ ছেপে নিন । যদি সময়ের অভাব থাকে, তবে লূক থেকে পড়তে শুরু করুণ (যীশুর জন্ম, জীবন, মৃত্যু এবং পুনরুত্থান) প্রেরি(মণ্ডলীর শুরু এবং বিশ্বাসীদের তাড়না), রোমীয় (বিশ্বাসের দ্বারা পরিত্রাণ) আদিপুস্তক (শুরু কি ভাবে হল) প্রকাশিতবাক্য (সব কিছুর শেষে কি ভাবে হবে)গীতসংহিতা (শান্তি ও শক্তি দান করে)। যদি আপনার সময়ের কোন অসুবিধা না থাকে, উপরে উল্লিখিত বাইবেলের পুস্তক গুলি পড়ুন এর পর নুতন নিয়মের প্রথম থেকে বাকি বই গুলি পড়ুন এবং তার পর বাকী পুরাতন নিয়ম পাঠ করুন ।ঈশ্বরের বাক্যের সমতুল্য আর কিছু নাই । বিশ্বাসী হিসাবে, যা কিছু আপনি পড়ছেন, আপনি আপনার জীবনে ঈশ্বরের বাক্যকে কিভাবে ব্যাবহার করবেন এবং ঈশ্বর কি চান, যা আপনি করেন তা যেন নির্ণয় করতে পারেন তা পবিত্র আত্মা আপনাকে বুঝতে সাহায্য করবেন । (দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪-৮, ১৭;১৯, যোহন ৮:৩১-৩২, যিশাইয় ৫৫:১১; ১ম পিতর ৩:১৫)

“তোমার বাক্য আমার চরণের প্রদীপ, আমার পথের আলোক”। (গীতসংহিতা১১৯:১০৫)

“তুমি আপনাকে ঈশ্বরের কাছে পরীক্ষাসিদ্ধ লোক দেখাইতে যত্ন কর ; এমন কার্য্যকারী হও ; যাহার লজ্জা করার প্রয়োজন নাই, যে সত্যের বাক্য যথার্থরূপে ব্যাবহার করিতে জানে” ।(২ তীমথিয় ২:১৫)

“তোমার বচন আমি হৃদয় মধ্যে সঞ্চয় করিয়াছি, যেন তোমার বিরুদ্ধে পাপ না করি”। (গীতসংহিতা ১১৯:১১)

“তাঁহার ওষ্ঠনির্গত আজ্ঞা হইতে আমি পরাঙ্মুখ হই নাই, আমার প্রয়োজনীয় যাহা, তদপেক্ষা তাঁহার মুখের বাক্য সঞ্চয় করিয়াছি” ।(ইয়োব ২৩:১২)

“ধন্য সেই ব্যক্তি, যে দুষ্টদের মন্ত্রণায় চলে না, পাপীদের পথে দাঁড়ায় না, নিন্দকদের সভায় বসে না । কিন্তু সদাপ্রভুর ব্যবস্থায় আনন্দ করে, তাঁহার ব্যবস্থায় দিবা রাত্র ধ্যান করে । সে জলস্রোতের তীরে রোপিত বৃক্ষের সদৃশ হইবে, যাহা যথা সময়ে ফল দেয়, যাহার পত্র ম্লান হয় না ; আর সে যাহা কিছু করে তাহাতেই কৃতকার্য্য হয়” । (গীতসংহিতা ১:১-৩)

“খ্রীষ্টের বাক্য প্রচুররূপে তোমাদের অন্তরে বাস করুক ; তোমরা সমস্ত বিজ্ঞতায় গীত, স্তোত্র ও আত্মিক সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা পরস্পর শিক্ষা ও চেতনা দান কর ; অনুগ্রহে আপন আপন হৃদয়ে ঈশ্বরেরউদ্দেশে গান কর” (কলসীয় ৩:১৬)

কোন মণ্ডলীতে যোগদিন (মণ্ডলীকে তুলে নেওয়ার আগে)

বাইবেলে বিশ্বাস করে এমন কোন মণ্ডলীর সাথে যুক্ত হোন এবং আপনার বিশ্বাসের বিষয় অন্যদের জানাবার জন্য বাপ্তিস্ম নিন । ঈশ্বরের সেবা করার জন্য মণ্ডলী আপনাকে প্রস্তুত করবে ।কোন ছোট দলের সাথে যুক্ত হোন এবং প্রার্থনার সাথে সাথে, আরাধনা এবং অন্য বিশ্বাসী দের সাথে সহভাগিতার দ্বারা প্রভুতে বৃদ্ধ পেতে থাকুন ।

কোন মণ্ডলীতে যোগ দিন (মণ্ডলীকে তুলে নেওয়ার পর)

অন্য বিশ্বাসীদের খুঁজুন যাতে আপনি প্রার্থনা করতে পারেন, আরাধনা করে পারেন, বৃদ্ধি পেতে পারেন, ঈশ্বরের সেবা করতে পারেন এবং অন্যদের সাথে সহভাগিতায় যোগ দিতে পারেন । কোন গৃহ মণ্ডলীকে খুঁজে বার করুণ অথবা গৃহ মণ্ডলী শুরু করুণ এবং আপনার বিশ্বাস অন্যদের জানাবার জন্য বাপ্তিস্ম নিন । বাইবেলে বিশ্বাস কারী সকল মণ্ডলী খালি হয়ে যাবে (অথবা এর কাছাকাছি পৌঁছাবে) এবং খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে তাড়না হয়তো আপনাকে কোন মণ্ডলীর গৃহে একত্রিত হওয়ার জন্য বাধা দিতে পারে । আপনার গৃহ মণ্ডলী আপনাকে ঈশ্বরের কাজে কার্যকর হওয়ার জন্য সাহায্য করবে ।

আপনারা সমাজে সভান্ত হওয়া পরিত্যাগ না করি-যেমন কাহারও কাহারও অভ্যাস-বরং পরস্পরকে চেতনা দিই; আর তোমরা সেই দিন যত অধিক সন্নিকট হইতে দেখিতেছ, ততই যেন অধিক এ বিষয়ে তৎপর হই”। (ইব্রীয় ১০:২৫)

“আর তিনি কয়েক জনকে প্রেরিত, কয়েক জনকে ভাববাদী, কয়েক জনকে সুসমাচার- প্রচারক ও কয়েক জনকে পালক ও শিক্ষাগুরু করিয়া দান করিয়াছেন, পবিত্রগণকে পরিপক্ক করিবার নিমিত্ত করিয়াছেন, যেন পরিচর্য্যা- কার্য্য সাধিত হয়, যেন খ্রীষ্টের দেহকে গাঁথিয়া তোলা হয়, যাবৎ আমরা সকলে ঈশ্বরের পুত্র বিষয়ক বিশ্বাসের ও তত্ত্বজ্ঞানের ঐক্যপর্যন্ত,সিদ্ধ পুরুষের অবস্থা পর্য্যন্ত, খ্রীষ্টের পূর্ণতার আকারের পরিমাণ পর্য্যন্ত, অগ্রসর না হই” ।(ইফিষীয় ৪:১১-১৩)

“তখন যাহারা তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিল, তাহারা বাপ্তাইজিত হইল; তাহাতে সেই দিন কমবেশ তিন হাজার লোক তাঁহাদের সহিত সংযুক্ত হইল । আর তাহারা প্রেরিতদের শিক্ষায় ও সহভাগিতায়, রুটী ভাঙ্গায় ও প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাকিল” (প্রেরিত ২:৪১-৪২)

সুসমার প্রচার- অন্যদের সাথে শুভসংবাদের আলোচনা –

আপনার পরিবার, বন্ধু এবং যতজনের সাথে সম্ভব প্রভু যীশুর শুভ সংবাদকে আলোচনা করুন।

“অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর ; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর ; আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সে সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও । আর দেখ, আমিই যুগান্ত পর্য্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি”। (মথি ২৮:১৯-২০)

“আর তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, এইরূপ লিখিত আছে যে, খ্রীষ্ট দুঃখভোগ করিবেন, এবং তৃতীয় দিনে মৃতগণের মধ্য হইতে উঠিবেন ; আর তাঁহার নামে পাপমোচনার্থক মনপরিবর্ত্তনের কথা সর্ব্বজাতির কাছে প্রচারিত হইবে – যিরূশালেম হইতে আরম্ভ করা হইবে । তোমরাই এ সকলের সাক্ষী” । (লূক ২৪:৪৬-৪৮)

“তখন তিনি আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, শষ্য প্রচুর বটে, কিন্তু কার্য্যকারী লোক অল্প ; অতএব শষ্যক্ষেত্রের স্বামীর নিকটে প্রার্থনা কর , যেন তিনি নিজ শষ্যক্ষেত্রে কার্য্যকারী লোক পাঠাইয়া দেন” । (মথি ৯:৩৭-৩৮)

“আর তাঁহারা প্রতিদিন ধর্মধামে ও বাটীতে উপদেশ দিতেন, এবং যীশুই যে খ্রীষ্ট, এই সুসমাচার প্রচার করিতেন, ক্ষান্ত হইতেন না” ।(প্রেরিত ৫:৪২)

৪ ক্লেশ হতে রক্ষা পাওয়ার নির্দেশিকা -

(লক্ষাধিক উধাও হয়ে যায় ... কেন?)

কেন লক্ষাধিক লোক উধাও হয়ে যায় ? যীশু এসে তাঁর সমগ্র বিশ্বাসীকে স্বর্গে নিয়ে গেছেন । এই ঘটনার(তুলেনেওয়া) বাইবেলে এই ভবিষ্যবাণী (আগবেলা)প্রায় ২০০০ হাজার বৎসর পূর্বে হয়েছিল ।এই বিষয়ে আরো জানার জন্য, শেষ কালের ঘটনাতে যান (লক্ষাধিক উধাও- বিশাসীদের তুলেনেওয়া) ।যীশু আবার কিছু কালের মধ্যেই নূতন বিশ্বাসীদের উদ্ধার করার জন্য আসছেন । প্রভু যীশুতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য, আমি কি ভাবে উদ্ধার পেতে পারি ? সেই পৃষ্ঠায় যান ।

এখন যখন আপনি পিছিয়ে পড়েছেন, সামনে কঠিন এবং প্রতিদ্বন্ধিতার উপস্থিতি । শত কোটি লোক মহা ক্লেশে মারা যাবে(সাত বৎসর ধরে), আর দুর্ভাগ্য বশত হয়ত আপনিও তাদের মধ্যে একজন হতে পারেন । লোক ভীত হবে, এবং বিভ্রান্ত হবে এবং এর উত্তর খুঁজতে থাকবে । যারা উধাও হয়ে গেছে তাদের বিষয়ে আপনি হয়তো নানা প্রকার মতবাদ শুনবেন। তারা হয়ত বলবে ঈশ্বর অসহিষ্ণু খ্রীষ্টানদের বিচ্যাঁর করছেন অথবা অন্য জগতের কেউ এসে তাদের নিয়ে গেছে, কিন্তু বাইবেল সত্য প্রকাশ করবে ।

“কেননা আমরা প্রভুর বাক্য দ্বারা তোমাদিগকে ইহা বলিতেছি যে, আমরা যাহারা জীবিত আছি, যাহারা প্রভুর আগমন পর্য্যন্ত অবশিষ্ট থাকিব, আমরা কোন ক্রমে সেই নিদ্রাগত লোকদের অগ্রগামী হইব না । কারণ প্রভু স্বয়ং আনন্দধ্বনি সহ, প্রধান দূতের রব সহ, এবং ঈশ্বরের তূরীবাদ্য সহ স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিবেন, আর যাহারা খ্রীষ্টে মরিয়াছে, তাহারা প্রথমে উঠিবে। পরে আমরা যাহারা জীবিত আছি, আকাশে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত একসঙ্গে তাহাদের সহিত মেঘযোগে নীত হইব ; আর এই রূপে সতত প্রভুর সঙ্গে থাকিব । অতএব তোমরা এই সকল কথা বলিয়া এক জন অন্য জনকে স্বান্তনা দেও” (১ থিষলনীকীয় ৪:১৫-১৮)

“কোন বিষয় ভাবিত হইও না, কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে প্রার্থনা ও বিনতি দ্বারা ধন্যবাদ সহকারে তোমাদের যাঞ্চা সকল ঈশ্বরকে জ্ঞাত কর । তাহাতে সমস্ত চিন্তার অতীত যে ঈশ্বরের শান্তি, তাহা তোমাদের হৃদয় ও মন খ্রীষ্ট যীশুতে রক্ষা করিবে। অবশেষে হে ভ্রাতৃগণ, যাহা যাহা সত্য, যাহা যাহা আদরণীয়, যাহা যাহা ন্যায্য, যাহা যাহা বিশুদ্ধ, যাহা যাহা প্রীতিজনক, যাহা যাহা সুখ্যাতিযুক্ত, যে কোন সদ্গুণ ও যে কোন কীর্ত্তি হউক, সেই সকল আলোচনা কর” । (ফিলিপীয় ৪:৬-৮)

এটা নিজেকে ঢেকে অথবা লুকিয়ে ভয়ে জড়সড় হয়ে পিছিয়ে যাবার সময় নয় । আপনার শক্তি, শান্তি ও সাহসের জন্য ঈশ্বরকে ডাকুন যা কেবল মাত্র তিনিই দিতে পারেন । আপনার ভয়, উৎসুকতা এবং সন্দেহকে এক পাশে সরিয়ে আপনার পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসুন । প্রায় ২০০০বৎসর পূর্বে যীশু খ্রীষ্ট আপনার বিজয়কে রক্ষা করেছেন যখন তিনি দুঃখ ভোগ করেছেন এবং ক্রুশে মৃত্যু বরণ করে এই জগতের পাপকে নিজের উপরে তুলে নিয়েছেন । মৃত্যু হতে তাঁর পুনরুত্থান এ প্রমাণ করেছে যে তিনি পাপ, মৃত্যু এবং শয়তানের উপরে জয়লাভ করেছেন । আপনার উপরে আর তাদের কোন অধিকার নেই । যদি কারণ বশতঃ আপনি এই ক্লেশে বাঁচতে না পারেন তবে তৎক্ষণাত আপনি প্রভুর সামনে উপস্থিত হবেন, যদি আপনি যীশু খ্রীষ্টকে নিজের পরিত্রাতা বলে স্বীকার করে থাকেন ।প্রভু যীশু "রাজাদের রাজা এবং প্রভু দের প্রভু হয়ে লোকেদের উদ্ধার করার জন্য, পাপীদের বিচার করার জন্য এবং এই জগতে রাজ্য স্থাপন করার জন্য ফিরে আসার আগে সমস্ত জাতির মধ্য থেকে শিষ্য করুণ, কারণ কেবল মাত্র সাত বৎসর বাকী রয়েছে(ইস্রায়েল এবং খ্রীষ্টারির শান্তির চুক্তির পর)। প্রত্যেক মুহূর্তকে যীশু খ্রীষ্টেরমহিমা এবং গৌরব হিসাবে গণনা করুণ ।প্রায় ছয় লক্ষকোটি লোকের যীশুর বিষয় শোনার প্রয়োজন আছে, তাই এটা চালিয়ে নিয়ে যান । মনে রাখবেন, আমরা আগেই জানি এই শেষের কথা কবে শেষ হবে – যীশু জয়ী হবেন !

আমরা প্রার্থনা করি যে এই শেষ দিনে ঈশ্বর বিভিন্ন ভাবে কাজ করবেন এবং ট্রিবিউলেশনরেসকিউর দল শেষ সময়ের প্রচার কাজে এক বিশেষ ভাগ নেবে এবং মানুষের ইতিহাসে এটা একটা বড় পুনঃজাগরণ হবে । যারা পিছনে পড়ে থাকবে তাদের জন্য আমরা বিশ্বস্ত ভাবে প্রার্থনা করেচলেছি । যদি আপনি এইটি রূপান্তরণের পরে পড়ছেন, তবে আপনি একা নন। যীশু বলেছেন, "দেখ, আমিই যুগান্ত পর্য্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি" (মথি ২৮:২০)। অপনি জানবেন আপনি আমাদের প্রার্থনায় আছেন "শেষে কথা এই, তোমরা প্রভুতে ও তাঁহার শক্তির পরাক্রমে বলবান্ হও"।(ইফিষীয় ৬:১০)

আপনার প্রধান প্রাধান্যের বিষয় গুলিঃ

পরিত্রাণ লাভ করুণ

পরিত্রাণ লাভ করুণ (পাপের ক্ষমা এবং অনন্ত জীবনের নিশ্চয়তা) –আমি কি ভাবে পরিত্রাণ অথবা উদ্ধার পেতে পারি তা দেখুন এবং আমি পরিত্রাণ পেয়েছি… এখন কি ?)

“কারণ তুমি যদি ‘মুখে’ যীশুকে প্রভু বলিয়া স্বীকার কর, এবং ‘হৃদয়ে’ বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়াছেন, তবে পরিত্রাণ পাইবে” ।(রোমীয় ১০:৯)

“কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়” ।(যোহন ৩:১৬)

“যীশু উত্তর দিলেন, “ আমি পথ ও সত্য ও জীবন। আমা দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকটে যাইতে পারে না” । (যোহন ১৪:৬)

প্রার্থনা

“সতত আনন্দ কর ; অবিরত প্রার্থনা কর ; সর্ব্ববিষয়ে ধন্যবাদ কর ; কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে ইহাই তোমাদের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা ।(১ থিষলনীকীয় ৫:১৬-১৮)

“তোমরা প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাক, ধন্যবাদ সহকারে এ বিষয়ে জাগিয়া থাক । (কলসীয় ৪:২)

"অতএব তোমরা এক জন অন্য জনের কাছে আপন আপন পাপ স্বীকার কর ,ও এক জন অন্য জনের নিমিত্ত প্রার্থনা কর, যেন সুস্থ হইতে পার । ধার্মিকের বিনতি কার্য্যসাধনে মহাশক্তিযুক্ত"। (যাকোব ৫:১৬)

"সেই সময় (যীশু) তিনি একদা প্রার্থনা করুণার্থে বাহির হইয়া পর্বতে গেলেন, আর ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে করিতে সমস্ত রাত্রি যাপন করিলেন" । (লূক ৬:১২)

(রোমীয় ৮:২৬; ইফিষীয় ৬:১৮; ইব্রীয় ৪:১৪-১৬; ২ বংশাবলি ৭:১৪; ফিলিপীয় ৪:৬-৮; মথি ৬:৫-১৩, ১৫:৩৬; মার্ক ১:৩৫; লূক ৫:১৬; ১১:১-১৩)

বাইবেল পড়ুন

বাইবেল পড়ুন এবং ঈশ্বরের বাক্য যতটা সম্ভব মুখস্থ করুণ । যদি আপনার বাইবেল না থাকে অথবা খুঁজে না পান, ইন্টারনেট থেকে কিছু অংশ ছেপে নিন । যদি সময়ের অভাব থাকে, তবে লূক থেকে পড়তে শুরু করুণ (যীশুর জন্ম, জীবন, মৃত্যু এবং পুনরুত্থান) প্রেরিত (মণ্ডলীর শুরু এবং বিশ্বাসীদের তাড়না), রোমীয় (বিশ্বাসের দ্বারা পরিত্রাণ) আদিপুস্তক (শুরু কি ভাবে হল) প্রকাশিতবাক্য (সব কিছুর শেষে কি ভাবে হবে)গীতসংহিতা (শান্তি ও শক্তি দান করে)। যদি আপনার সময়ের কোন অসুবিধা না থাকে, উপরে উল্লিখিত বাইবেলের পুস্তক গুলি পড়ুন এর পর নুতন নিয়মের প্রথম থেকে বাকি বই গুলি পড়ুন এবং তার পর বাকী পুরাতন নিয়ম পাঠ করুন ।ঈশ্বরের বাক্যের সমতুল্য আর কিছু নাই । বিশ্বাসী হিসাবে, যা কিছু আপনি পড়ছেন, আপনি আপনার জীবনে ঈশ্বরের বাক্যকে কিভাবে ব্যাবহার করবেন এবং ঈশ্বর কি চান, যা আপনি করেন তা যেন নির্ণয় করতে পারেন তা পবিত্র আত্মা আপনাকে বুঝতে সাহায্য করবেন । (দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪-৮, ১৭:১৯, যোহন ৮:৩১-৩২, যিশাইয় ৫৫:১১; ১ম পিতর ৩:১৫)

"তোমার বাক্য আমার চরণের প্রদীপ, আমার পথের আলোক"। (গীতসংহিতা ১১৯:১০৫)

"তুমি আপনাকে ঈশ্বরের কাছে পরীক্ষাসিদ্ধ লোক দেখাইতে যত্ন কর ; এমন কার্য্যকারী হও ; যাহার লজ্জা করার প্রয়োজন নাই, যে সত্যের বাক্য যথার্থরূপে ব্যাবহার করিতে জানে" ।(২ তীমথিয় ২:১৫)

"তোমার বচন আমি হৃদয় মধ্যে সঞ্চয় করিয়াছি, যেন তোমার বিরুদ্ধে পাপ না করি"। (গীতসংহিতা ১১৯:১১)

"তাঁহার ওষ্ঠনির্গত আজ্ঞা হইতে আমি পরান্মুখ হই নাই, আমার প্রয়জনীয় যাহা, তদপেক্ষা তাঁহার মুখের বাক্য সঞ্চয় করিয়াছি" ।(ইয়োব ২৩:১২)

"ধন্য সেই ব্যক্তি, যে দুষ্টদের মন্ত্রণায় চলে না, পাপীদের পথে দাঁড়ায় না, নিন্দকদের সভায় বসে না । কিন্তু সদাপ্রভুর ব্যবস্থায় আনন্দ করে, তাঁহার ব্যবস্থায় দিবা রাত্র ধ্যান করে । সে জলস্রোতের তীরে রোপিত বৃক্ষের সদৃশ হইবে, যাহা যথা সময়ে ফল দেয়, যাহার পত্র ম্লান হয় না ; আর সে যাহা কিছু করে তাহাতেই কৃতকার্য্য হয়" । (গীতসংহিতা ১:১-৩)

"খ্রীষ্টের বাক্য প্রচুররূপে তোমাদের অন্তরে বাস করুক ; তোমরা সমস্ত বিজ্ঞতায় গীত, স্তোত্র ও আত্মিক সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা পরস্পর শিক্ষা ও চেতনা দান কর ; অনুগ্রহে আপন আপন হৃদয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশে গান কর" (কলসীয় ৩:১৬)

কোন মণ্ডলীতে যোগদিন

অন্য বিশ্বাসীদের খুঁজে বার করুণ যাতে করে আপনি প্রার্থনা, আরাধনা, বৃদ্ধি পেতে, সেবা করতে এবং একসাথে সহভাগিতা করতে পারেন । কোন গৃহ মণ্ডলীর খুঁজে বার করুন, নতুবা নিজে একটি গৃহ মণ্ডলীর আরম্ভ করুণ এবং নিজের বিশ্বাস অন্যদের জানাবার জন্য বাপ্তিস্ম নিন । বাইবেলে বিশ্বাস কারী সকল মণ্ডলী খালি হয়ে যাবে (অথবা এর কাছাকাছি পৌঁছাবে) এবং খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে তাড়না হয়তো আপনাকে কোন মণ্ডলীর গৃহে একত্রিত হওয়ার জন্য বাধা দিতে পারে । আপনার গৃহ মণ্ডলী আপনাকে ঈশ্বরের কাজে কার্যকর হওয়ার জন্য সাহায্য করবে ।

“আপনারা সমাজে সভাস্থ হওয়া পরিত্যাগ না করি – যেমন কাহারও কাহারও অভ্যাস– বরং পরস্পরকে চেতনা দিই; আর তোমরা সেই দিন যত অধিক সন্নিকট হইতে দেখিতেছ, ততই যেন অধিক এ বিষয়ে তৎপর হই”। (ইব্রীয় ১০:২৫)

“আর তিনি কয়েক জনকে প্রেরিত, কয়েক জনকে ভাববাদী, কয়েক জনকে সুসমাচার– প্রচারক ও কয়েক জনকে পালক ও শিক্ষাগুরু করিয়া দান করিয়াছেন, পবিত্রগণকে পরিপক্ক করিবার নিমিত্ত করিয়াছেন, যেন পরিচর্য্যা– কার্য্য সাধিত হয়, যেন খ্রীষ্টের দেহকে গাঁথিয়া তোলা হয়, যাবৎ আমরা সকলে ঈশ্বরের পুত্র বিষয়ক বিশ্বাসের ও তত্বজ্ঞানের ঐক্যপর্যন্ত,সিদ্ধ পুরুষের অবস্থা পর্য্যন্ত, খ্রীষ্টের পূর্ণতার আকারের পরিমাণ পর্য্যন্ত, অগ্রসর না হই” ।(ইফিষীয় ৪:১১-১৩)

“তখন যাহারা তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিল, তাহারা বাপ্তাইজিত হইল; তাহাতে সেই দিন কমবেশ তিন হাজার লোক তাঁহাদের সহিত সংযুক্ত হইল । আর তাহারা প্রেরিতদের শিক্ষায় ও সহভাগিতায়, রুটী ভাঙ্গায় ও প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাকিল” (প্রেরিত ২:৪১-৪২)

প্রচার কার্য্য – শুভ সমাচার অন্যদের সাথে আলোচনা করুণ

যীশুর এই জগতে ফিরে আসার আগে(ইস্রায়েল এবং খ্রীষ্টারির শান্তির চুক্তির সাত বৎসর পরে)যীশু খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় শুভ সমাচার যত লোকের সাথেসম্ভব আলোচনা করুন । মানুষের ইতিহাসে মহা পুনর্জাগরণের এক বিশেষ অংশ আপনি হতে পারেন | হঠাৎ এই ওয়েবসাইট বন্ধ হয়ে যেতে পারে তাই থেকে যতটা সম্ভব তথ্য আপনি নকল করেনিন । তথ্য গুলি আপনার কম্পুটারে রাখুন, ই-মেলের দ্বারা অন্যদের কাছে পাঠান, এর হার্ড কপী তৈরী করে রাখুন, অথবা যা কিছু আপনি করতে পারেন, এবং তার পর যত জনের মাঝে আপনি পারেন বিতরণ করুণ ।

“অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর ; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর ; আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সে সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও । আর দেখ, আমিই যুগান্ত পর্য্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি”। (মথি ২৮:১৯-২০)

“আর তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, এইরূপ লিখিত আছে যে, খ্রীষ্ট দুঃখভোগ করিবেন, এবং তৃতীয় দিনে মৃতগণের মধ্য হইতে উঠিবেন ; আর তাঁহার নামে পাপমোচনার্থক মনপরিবর্তনের কথা সর্বজাতির কাছে প্রচারিত হইবে – যিরূশালেম হইতে আরম্ভ করা হইবে । তোমরাই এ সকলের সাক্ষী” । (লূক ২৪:৪৬-৪৮)

“তখন তিনি আপন শিষ্য দিগকে কহিলেন, শষ্য প্রচুর বটে, কিন্তু কার্য্যকারী লোক অল্প ; অতএব শষ্যক্ষেত্রের স্বামীর নিকটে প্রার্থনা কর , যেন তিনি নিজ শষ্যক্ষেত্রে কার্য্যকারী লোক পাঠাইয়া দেন” । (মথি ৯:৩৭-৩৮)

“আর তাঁহারা প্রতিদিন ধর্মধামে ও বাটীতে উপদেশ দিতেন, এবং যীশুই যে খ্রীষ্ট, এই সুসমাচার প্রচার করিতেন, ক্ষান্ত হইতেন না” ।(প্রেরিত ৫:৪২)

সাবধান ! সেই পশুর চিহ্ন গ্রহণ করবেন না ! “পরে তৃতীয় এক দূত উহাঁদের পশ্চাৎ আসিলেন, তিনি উচ্চ রবে কহিলেন, যদি কেহ সে পশুর ও তাহার প্রতিমূর্তির ভজনা করে, আর নিজ ললাটে কি হস্তে চাব ধারণ করে, তবে তবে সেই ব্যক্তিও ঈশ্বরের সেই “রোষ –মদিরা পান করিবে, যাহা তাঁহার ক্রোধের পানপাত্রে অমিশ্রিতরূপে প্রস্তুত হইয়াছে”; এবং পবিত্র দূতগণের সাক্ষাতে ও গন্ধকে যাতনা পাইবে । তাহাদের যাতনার ধূম যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগেউঠে” ; যাহারা সেই পশুর ও সেই প্রতিমূর্তির ভজনা করে এবং যে কেহ সেই নামের ছাব ধারণ করে, তাহারা দিবাতে কি রাত্রিতে কখনও বিশ্রাম পায় না” (প্রকাশিত বাক্য ১৪:৯-১১) | “পরে প্রথম দূত গিয়া পৃথিবীর উপরে আপন বাটি ঢালিলেন, তাহাতে সেই পশুর ছাববিশিষ্ট ও তাহার প্রতিমার ভজনাকারী মনুষ্যদের গাত্রে ব্যথাজনক দুষ্ট ক্ষত জন্মিল” ।(প্রকাশিত বাক্য ১৬:২) (প্রকাশিত বাক্য ১৩:৭; ১৯:২০; ২০:৪) ।

৫ শেষ সময়ের ঘটনা

লেখকেরা যথা সম্ভব ঈশ্বরের বাক্যের সঠিক তরজমা করার চেষ্টা করেছেন।

ইস্রায়েলের পুনর্জন্ম

পবিত্র শাস্ত্রে ইস্রায়েল জাতির পুনর্জন্ম ভবিষ্যবাণীর ঘটনার একটি বিশেষ মহান ঘটনা । ১৯৪৮ সালে মে মাসের ১৪ তারিখে ইস্রায়েল পুনঃর্বার এক জাতি হিসাবে গঠিত হয় (ইয়োম হাটজমট, ৫ আইয়ার ৫৭০৮ ইব্রীয় ক্যালেন্ডার) । আমরা বিশ্বাস করি ইস্রায়েলের পুর্ণজন্ম শেষ সময়ের ঘটনা বিষয়ক দিন গোনার শুরু । ইস্রায়েলের পুর্ণজন্ম প্রায়ই জাতি জাতির আত্মিক জাগৃতি এবং পুনর্জাগরণের সাথে যুক্ত করে । (যিহিষ্কেল ১১:১৪-২১, ৩৬:২২-৩৮, ৩৭:১-২৮, ৩৯:২৫-২৯), জাতিগণের বিচারের জন্য(যোয়েল ৩:১-২, যিহিষ্কেল২৮:২৪-২৬) মহা ক্লেশে (যিরমিয় ৩০:১-১১) দায়ূদ রাজার শাসন এবং উদ্ধার কর্তার রাজত্ব ।

ঈশ্বর ইস্রায়েলের সাথে অনন্ত শান্তির নিয়ম স্থাপন করবেন, এবং দায়ূদ তাদের চিরকালের রাজা হবেন (যিহিষ্কেল ৩৪:২৪, ৩৭:২৪-২৮; যিরমিয় ৩০:৯; হোশেয় ৩:৫)। উদ্ধার কর্তা (এক ধার্মিক শাখা) পৃথিবীর সকল মনুষ্য এবং জাতির উপরে রাজত্ব করবেন। (যিরমিয় ২৩:১-৮, ৩৩:১৪-১৬, যিশাইয় ৪:২-৬, ১১:১-৫, ৫৩:২; সখরিয় ৩:৮-৯, ৬:১২-১৩, যিহিষ্কেল ২০:৩৩-৩৪, প্রকাশিতবাক্য ২০:৪)

ইস্রায়েলের পুনর্জন্ম –এই বিষয়ে আরো পদ (যিশাইয় ১১:১১-১২, যিহিষ্কেল ৩৪:১১-১৬, ৩৮:৮, দানিয়েল ৯:২৪-২৭)

লক্ষাধিক উধাও হয়ে যায় – খ্রীষ্টিয়ানদের রূপান্তরণ

লক্ষাধিক লোক কেন উধাও হয়ে যায়?সাত বৎসরের মহা ক্লেশ শুরু হওয়ার আগে যীশু ফিরে আসবেন এবং তাঁর বিশ্বাসীদের স্বর্গে নিয়ে যাবেন । শত শত লোক যারা পিছনে পড়ে থকবে তারা ভীত এবং বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে । নানা প্রকার ধারণা এই উধাও হওয়ার কারণে আলোচিত হবে, কিন্তু বাইবেল সত্যকে প্রকাশ করবে । বাইবেলে প্রায় ২০০০ বৎসর পূর্বেএই রূপান্তরণের বিষয় ভবিষ্য বাণী (আগে বলা) হয়েছিল| (যোহন ১৪:১-৩; ফিলিপীয় ৩:২০-২১; ২ থিষলনীকীয় ২:১-১২; ২ পিতর ৩:৩-১৮; প্রকাশিত বাক্য ৩:১০-১৪)

"কেননা আমরা প্রভুর বাক্য দ্বারা তোমাদিগকে ইহা বলিতেছি যে, আমরা যাহারা জীবিত আছি, যাহারা প্রভুর আগমন পর্য্যন্ত অবশিষ্ট থাকিব, আমরা কোন ক্রমে সেই নিদ্রাগত লোকদের অগ্রগামী হইব না। কারণ প্রভু স্বয়ং আনন্দধ্বনি সহ, প্রধান দূতের রব সহ, এবং ঈশ্বরের তূরীবাদ্য সহ স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিবেন, আর যাহারা খ্রীষ্টে মরিয়াছে, তাহারা প্রথমে উঠিবে। পরে আমরা যাহারা জীবিত আছি, আকাশে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত একসঙ্গে তাহাদের সহিত মেঘযোগে নীত হইব ; আর এই রূপে সতত প্রভুর সঙ্গে থাকিব। (১ থিষলনীকীয় ৪:১৫-১৭)

"দেখ, আমি তোমাদিগকে এক নিগূঢ়তত্ত্ব বলি; আমরা সকলে নিদ্রাগত হইবনা, কিন্তু সকলে রূপান্তরীকৃত হইব; এক মুহূর্ত্তের মধ্যে, চক্ষুর পলকে, শেষ তূরীধ্বনিতে হইব; কেননা তূরী বাজিবে, তাহাতে মৃতেরা অক্ষয় হইয়া উত্থাপিত হইবে, এবং আমরা রূপান্তরীকৃত হইব"। (১ করিন্থীয় ১৫:৫১-৫২)

"কিন্তু সেই দিনের ও সেই দণ্ডের তত্ত্ব কেহই জানে না, স্বর্গের দূতগণও জানেন না, পুত্রও জানেন না, কেবল পিতা জানেন। বাস্তবিক নোহের সময়ে যেরূপ হইয়াছিল, মনুষ্যপুত্রের আগমনও তদ্রূপ হইবে। কারণ জলপ্লাবনের সেই পূর্ববর্তী কালে, জাহাজে নোহের প্রবেশ দিন পর্য্যন্ত, লোকে যেমন ভোজন ও পান করিত, বিবাহ করিত ও বিবাহিতা হইত এবং বুঝিতে পারিল না যাবৎ না বন্যা আসিয়া সকলকে ভাসাইয়া লইয়া গেল; তদ্রূপ মনুষ্যপুত্রের আগমন হইবে। তখন দুই জন ক্ষেত্রে থাকিবে, এক জনকে লওয়া যাইবে, এবং অন্য জনকে ছাড়িয়া যাওয়া হইবে। দুইটী স্ত্রীলোক যাঁতা পিষিবে, একজনকে লওয়া যাইবে, এবং অন্য জনকে ছাড়িয়া যাওয়া হইবে। অতএব জাগিয়া থাক, কেননা তোমাদের প্রভু কোন্‌দিন আসিবেন, তাহা তোমরা জান না। কিন্তু ইহা জানিও, চোর কোন্ প্রহরে আসিবে, তাহা যদি গৃহকর্তা জানিত, তবে জাগিয়া থাকিত, নিজ গৃহে সিঁধ কাটিতে দিত না। এই জন্য তোমরা প্রস্তুত থাক, কেননা যে দণ্ডে তোমরা মনে করিবে না, সেই দণ্ডে মনুষ্যপুত্র আসিবেন"। (মথি ২৪:৩৬-৪৪)

"কিন্তু, হে ভ্রাতৃগণ, বিশেষ বিশেষ কালের ও সময়ের বিষয়ে তোমাদিগকে কিছু লেখা অনাবশ্যক। কারণ তোমরা আপনারা বিলক্ষণ জান, রাত্রিকালে যেমন চোর, তেমনি প্রভুর দিন আসিতেছে। লোকে যখন বলে শান্তি ও অভয়, তখনই তাহাদের কাছে যেমন গর্ভবতীর প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে, তেমনি আকস্মিক বিনাশ উপস্থিত হয়; আর তারা কোন ক্রমে এড়াইতে পারিবে না। কিন্তু, ভ্রাতৃগণ, তোমরা অন্ধকারের নও যে, সেই দিন চোরের ন্যায় তোমাদের উপরে আসিয়া পড়িবে। তোমরা ত সকলে দীপ্তির সন্তান ও দিবসের সন্তান; আমরা রাত্রিরও নই অন্ধকারেরও নই। অতএব আইস, আমর অন্য সকলের ন্যায় নিদ্রা না যাই, বরং জাগিয়া থাকি ও মিতাচারী হই। কারণ যাহারা নিদ্রা যায়, তাহারা রাত্রিতেই নিদ্রা যায়; এবং যাহারা মদ্যপায়ী, তাহারা রাত্রিতেই মত্ত হয়। কিন্তু আমরা দিবসের বলিয়া আইস, মিতাচারী হই, বিশ্বাস ও প্রেমরূপ বুকপাটা পরি, এবং পরিত্রাণের আশারূপ শিরস্ত্র মস্তকে দিই ; কেননা ঈশ্বর আমাদিগকে ক্রোধের জন্য নিযুক্ত করেন নাই, কিন্তু আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা পরিত্রাণের লাভের জন্য ; তিনি আমাদের নিমিত্তমরিলেন, যেন আমরা জাগিয়া থাকি বা নিদ্রা যাই, তাঁহার সঙ্গেই জীবিত থাকি। অতএব যেমন তোমরা করিয়াও থাক, তেমনি তোমরা পরস্পরকে আশ্বাস দেও, এবং একজন অন্যজনকে গাঁথিয়া তুল।

রূপান্তরণের পর অনেক লোক কি পরিত্রাণ পাবে ? বাইবেলে স্পষ্টরূপে দেখানো হয়েছে যে শেষ সময়ে অনেকে উদ্ধার পাবে এবং অনেকেই প্রভু যীশুতে তাদের বিশ্বাস হেতু নিজের প্রাণ হারাবে। আর শেষ সময়ে খুব বড় পুনর্জাগরণ হবে। প্রকাশিত বাক্যে স্বর্গে এক বিশাল বিশ্বাসীর দলের বিষয় উল্লেখ করেছে যারা এই মহা ক্লেশ হতে বেরিয়ে এসেছে।

"ইহার পর আমি দৃষ্টি করিলাম আর দেখ, প্রত্যেক জাতির ও বংশের ও প্রজাবৃন্দের ও ভাষার বিস্তর লোক; তাহা গণনা করিতে সমর্থ কেহছিল না ; তাহারা সিংহাসনের সম্মুখে ও মেষশাবকের সন্মুখে দাঁড়াইয়া আছে; তাহারা শুক্লবস্ত্র পরিহিত, ও তাহাদের হস্তে খর্জুর পত্র ;...ইহারা সেই লোক, যাহারা সেই মহাক্লেশের মধ্য হইতে আসিয়াছে, এবং মেষশাবকের রক্তে আপন আপন বস্ত্র ধৌত করিয়াছে, ও শুক্লবর্ণ করিয়াছে। এই জন্য ইহারা ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে আছে; এবং

তাহারা দিবারাত্র তাঁহার মন্দিরে তাঁহার আরাধনা করে, আর যিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, তিনি ইহাদের উপরে আপন তাম্বু বিস্তার করিবেন । “ইহারা আর কখনও ক্ষুধিত হইবে না, এবং ইহাদিগকে রৌদ্র বা কোন উত্তাপ লাগিবে না; কারণ সিংহাসনের মধ্যস্থিত মেষশাবকইহাদিগকে পালন করিবেন, এবং জীবন জলের উনুইয়ের নিকটে গমন করাইবেন, আর ঈশ্বর ইহাদের সমস্ত নেত্রজল মুছাইয়া দিবেন” । (প্রকাশিত বাক্য ৭:৯-১৭)

ক্লেশের অর্দ্ধভাগে সেই সময় জগতে অনেকে বিশ্বাসী থাকবে যাদের খ্রীষ্টারি, যে জগতের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজ্যেরনেতা সেই সময়ে ঈশ্বরের পবিত্র লোকেদের যুদ্ধে লিপ্ত করবে (প্রকাশিত বাক্য ১৩:৭, দানিয়েল ৭:২১-২২) (যোহন ১৬:২, প্রকাশিত বাক্য ৬:৯-১১, ১৫:২-৪, ২০:৪-৬)।

জগতে একটি রাজ্যের সংগঠন (মহান বাবীল)

জাগতিক আতঙ্ক যা হয়ত রূপান্তরনের(খ্রীষ্টানদের জগৎ থেকে তুলে নেওয়া)পরেই জগতকে এক হওয়ার প্রেরণা দেবে এবং একটি সরকার গঠিত হবে সেটাই এই মহান বাবীল হবে, শেষে সময়ের জগতের ১০টি রাজ্য (রাজত্ব) এবং ১০টি রাজার দ্বারা রাজত্ব (দানিয়েল ৭; প্রকাশিত বাক্য ১৭-১৮)। এই রাজ্বত্য খুব বেশী শক্তিশালী হবে এবং “এবং সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করিবে, মর্দ্দন করিবে এবং চূর্ণ করিবে”(দানিয়েল ৭:২৩)। বাইবেলে বিভিন্ন প্রকারে শেষ সময়ের এই মহান বাবীলের বিষয় বর্ণনা করছে । সে আতঙ্কে ভরা, ভঙ্গংকর, ভীষণ শক্তিশালী পশু যে খ্রীষ্টারি এবং শয়তানের সাথে মহা ক্লেশের দ্বিতীয় পর্বে এক হয়ে যাবে । সে (স্ত্রী লোক) একজন মিথ্যা ধর্মীয় ব্যবস্থা এবং একটি বেশ্যা বলে বর্ণনা করা হয়েছে (প্রকাশিত বাক্য ১৭:১-১৮)। সেই বেশ্যা ঈশ্বরের পবিত্র লোকেদের ঘৃণা করবে, তার দুশ্চরিত্রের দ্বারা জগতকে কলুষিত করে তুলবে, ধনী হবে, জাগতিকতায় মত্ত, এবং অতন্ত দুষ্ট ।“আর সেই নারী বেগুনিয়া ও সিন্দুরবর্ণ বস্ত্র পরিহিতা, এবং সুবর্ণে ও মূল্যবান্ মণিতে ও মুক্তায় মণ্ডিতা, এবং তাহার হস্তে সুবর্ণময় এক পানপাত্র আছে,ইহা ঘৃণার্হ দ্রব্যে ও তাহার বেশ্যা ক্রিয়ার মালিন্যে পরিপূর্ণ । আর তাহার ললাটে এই নাম লিখিত আছে, এক নিগূঢ় তত্ত্ব ‘ মহতী বাবিল, পৃথিবীর বেশ্যাগণের ও ঘৃণাস্পদ সকলের জননী’। (প্রকাশিত বাক্য ১৭:৪-৫)

মহান বাবিল এক বড় শহর হবে যে জগতের রাজাদের উপরে রাজত্ব করবে(প্রকাশিত বাক্য ১৭:৮)। ইহা “সে ভূতগণের আবাস, সমস্ত অশুচি আত্মার কারাগার(প্রকাশিত বাক্য ১৮:২) জগতের বণিকেরা তার(নারীর)অতিরিক্ত বিলাসিতার দ্বারাই উন্নত হতে থাকবে এবং সমস্ত জাতি তার বেশ্যাক্রিয়ার রোষমদিরা পান করতে থাকবে (প্রকাশিত বাক্য ১৪:৮, ১৮:৩)। আর যাদের সামুদ্রিক জাহাজ আছে তার(সে নারীর) সম্পত্তির দ্বারাই ধনী হবে (প্রকাশিত বাক্য ১৮:১৭-১৯)

মহান বাবিল অনেকে বিশ্বাসীদের ক্লেশে এবং মৃত্যুর জন্য দোষী সাবস্ত হবে এবং ঈশ্বরের প্রচণ্ড ক্রোধ তারা অনুভব করবে কারণ তার (নারীর)পাপ স্বর্গ পর্য্যন্ত জমা হয়েছে ।সে (নারী) ঈশ্বরের পবিত্রগণের রক্তে উন্মত্ত হবে, সেই সকলের রক্ত, যারা যীশুর সাক্ষ্য বহন করেছে, এবং ঈশ্বর তার (নারীর)খুনের কথা স্মরণ করবেন ।(প্রকাশিত বাক্য ১৬:১৯, ১৭:৬, ১৮:৪-৮)। “এই জন্য একই দিনেতোহার আঘাত সকল-মৃত্যু, শোক ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে, এবং তাহাকে আগুনে পোড়াইয়া দেওয়া যাইবে; কারণ তাহার বিচারকর্তা প্রভু ঈশ্বর শক্তিমান” (প্রকাশিত বাক্য ১৮:৮)

বিভিন্ন জাতি ইস্রায়েল কে আক্রমণ করে... ঈশ্বর তাদের নাশ করেন

গোগ (সম্ভবত রুশ দেশের বিষয় বলা হয়েছে) এবং অন্য আর অনেকে জাতি ইস্রায়েলকে মহা শক্তির সাথে আক্রমণ করবে । রূপান্তরণ বা বিশ্বাসীদের স্বর্গে তুলে নেওয়ার পর হয়ত এই যুদ্ধ হবে এবং পরে ইস্রায়েল এবং খ্রীষ্টারির শান্তির চুক্তি হবে । যিহিষ্কেল ৩৮ এবং ৩৯ এই আক্রমণের বিষয় এবং কি ভাবে অলৌকিক উপায়ে ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের উদ্ধার করবেন তার বিষয় ব্যাখ্যা করছে । যিহিষ্কেল ৩৮ এর যুদ্ধের সময় ঈশ্বরের বিচার ঈশ্বরের শক্তির এক দারুণ প্রদর্শন হবে যা জগৎ হয়ত বা কখনও দেখেছে । শেষের সময়ের ঘটনার গুরুত্বপূর্ণ চরম প্রতিফল এই যে সকল জাতির লোকে জানবে যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই প্রভু, ইস্রায়েলের পবিত্র জন, এবং তিনি গৌরবান্বিত হবেন এবং তাঁর পবিত্র নাম তার লোক ইস্রালেয়েল দের মাঝে জানান যাবে ।মহা ক্লেশ শুরু হওয়ার পূর্বে প্রভু যীশুতে বিশ্বাস করে অনেক লোকের তখন পরিত্রাণ পাওয়ার সুযোগ হবে ।

“আর তুমি মেঘের ন্যায় দেশ আচ্ছাদন করিবার জন্য আমার প্রজা ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবে; উত্তরকালে এই রূপ ঘটিবে; আমি তোমাকে আমার দেশের বিরুদ্ধে আনিব, যেন জাতিগণ আমাকে জানিতে পারে, কেননা তখন, হে গোগ, আমি তাহাদের দৃষ্টিগোচরে তোমাতে পবিত্র বলিয়া মান্য হইব”। (যিহিষ্কেল ৩৮:১৬)

“ সেই দিন যখন গোগ ইস্রায়েল দেশের বিরুদ্ধে আসিবে, তখন আমার কোপাগ্নি আমার নাসিকায় উঠিবে, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন । কারণ আমি নিজ অন্তর্জ্বালায় ও রোষানলে বলিয়াছি, অবশ্য সেই দিন ইস্রায়েল দেশে মহাকম্প হইবে । তাহাতে সমুদ্রের মৎস্যগণ,আকাশের পক্ষিগণ, বনের পশুগণ, ভূচর সরীসৃপ সকল এবং ভূতলস্থ মনুষ্য সকল আমার সাক্ষাতে কম্পমান হইবে, পর্বত সকল উৎপাটিত হইবে, শৈলাগ্র সকল পতিত হইবে, এবং সমস্ত প্রাচীর ভূমিসাৎ হইবে । আর আমি আপনার সকল পর্বতে তাহার বিরুদ্ধে খড়গ আহ্বান করিব, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন; প্রত্যেকের খড়গ তাহার ভ্রাতার বিরুদ্ধে হইবে । আর আমি মহামারী ও রক্ত দ্বারা বিচারে তাহার সহিত বিবাদ করিব, এবং তাহার উপরে, তাহার সকল সৈন্যদলের উপরে ও তাহার সঙ্গী অনেক জাতির উপরে প্লাবনকারী ধারাসম্পাত ও বড় বড় করকা, অগ্নি ও গন্ধক বর্ষণ করিব । আর আমি আপনার মহত্ব ও পবিত্রতা প্রকাশ করিব, বহুসংখ্যক জাতির সাক্ষাতে আপনার পরিচয় দিব; তাহাতে তাহারা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু । (যিহিষ্কেল ৩৮:১৮-২৩)

“ইস্রায়েলের পর্বতসমূহে তুমি, তোমার সকল সৈন্যদল ও তোমার সঙ্গী জাতিগণ পতিত হইবে; আমি তোমাকে কবলিত হইবার জন্য সর্বজাতিয় হিংস্র পক্ষী ও বনপশুদের কাছে দিব । তুমি মাঠে পড়িয়া থাকিবে, কেননা আমি ইহা কহিলাম; ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন। আর আমি মাগোগের মধ্যে ও নিশ্চিন্ত উপকূল নিবাসীদের মধ্যে অগ্নি প্রেরণ করিব, তাহাতে তাহারা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু । আর আমি আপন প্রজা ইস্রায়েলের মধ্যে আপন পবিত্র নাম জ্ঞাত করিব, আমার পবিত্র নাম আর অপবিত্র হইতে দিব না ; তাহাতে জাতিগণ জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের মধ্যে পবিত্রতম । দেখ, ইহা আসিতেছে ও সিদ্ধ হইবে, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন; এ সেই দিন, যে দিনের কথা আমি বলিয়াছি ।(যিহিষ্কেল ৩৯:৪-৮)

ইস্রায়েল –খ্রীষ্টারির শান্তি চুক্তি (মহা ক্লেশের শুরু)

যিহিষ্কেলের ৩৮ অধ্যায়ের যুদ্ধের পর, খ্রীষ্টারির পরিচয় নিশ্চয় জানা যাবে । যে লোকটি ইস্রায়েলের সাথে সাত বৎসরের শান্তি চুক্তি(দুই জনের এক মত হওয়া) প্রস্তুত করবে, সেই খ্রীষ্টারি রূপ প্রকাশিত হবে (দানিয়েক ৯:২৭)। ইহা শেষ সময়ের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইবে কারণ চুক্তি সাক্ষই সাত বৎসরের মহা ক্লেশের আরম্ভের গুরুত্বপূর্ণতাকে বোঝাবে ।

শুরুতে খ্রীষ্টারি মহা বাবিলের ১০ জন রাজার একজন হবে না । দানিয়েল খীষ্টারিকে একটি ছোট সিংয়ের সাথে তুলনা করেছেন যে, ১০ জনের পরে উঠবে, "প্রথম গুলির থেকে ভিন্ন; তিনটি রাজাকেসমূলে ইৎপাটিত করিবে" (দানিয়েল ৭:৮,২০,২৪)। মহাক্লেশের মধ্যখানে অন্য রাজারা এক এক করে পতিত হবে, যতক্ষন না খ্রীষ্টারি মহা বাবিলের রাজা এবং প্রধান বিচারকর্তা হবে । খ্রীষ্টারি নির্দ্ধারিত সময় এবং কানুন কে বদলাবার চেষ্টা করবে, অহঙ্কারের সাথে কথা বলবে, ভয় পাবে, একটা সাংঘাতিক ক্ষত থাকবে, এবং জীবিত হবে, বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে (বিশ্বাসীদের তাড়না দেবে এবং মেরেফেলবে), সকল দেব গনের উপরে নিজেকে উন্নত করবে এবং গৌরাবান্নিত করবে । ঈশ্বর দের উপরে ঈশ্বরের বিষয় নানা প্রকার অকথ্য কথা বলবে, আর অন্যদের দ্বারা পূজিত হবে (প্রকাশিত বাক্য ১৩:১-১০, ১৭:১-৮, ১৯:১-২১, ২০:১-১৫; ২থিষলনীকিয় ২:১-১২; মথি ২৪:১৫; দানিয়েল ৭:৭-২৮, ৮:২৩-২৬,৯:২৪-২৭, ১১:৩৬-৪৫,১২:১-১৩; ১ যোহন ২:১৮-২৭)

ইস্রায়েলের মাঝে দুই ভবিষ্যবক্তা (বিশেষ শক্তি)

ঈশ্বরের দ্বারা দুইজনভবিষ্যবক্তা(সাক্ষী)নির্বাচিত হবে এবং ১২৬০ দিন তারা ভবিষ্যবানী বলবেন, চট পরিবেন । ঈশ্বর তাদের বিশেষ শক্তি দেবেন । "যদি কেহ তাঁহাদের হানি করিতে চায়, তবে তাহাদের মুখ হইতে অগ্নি বাহির হইয়াতাঁহাদের শত্রুদের গ্রাস করে; যদি কেহ তাঁহাদের হানি করতে চায়, তবে সেই রূপে তাহাকে হত হইতে হইবে। আকাশ রুদ্ধ করিতে তাঁহাদের ক্ষমতা আছে, যেন তাঁহাদের ভাববানী কথনের সমস্ত দিন বৃষ্টি না হয়;এবং জল রক্ত করিবার জন্য জলের উপরে ক্ষমতা, এবং যত বার ইচ্ছা করেন পৃথিবীকে সমস্ত আঘাতে আঘাত করার ক্ষমতা তঁহাদের আছে । (প্রকাশিত বাক্য ১১:৪-৬)

যীরুশালেমে ইহুদীদের মন্দিরের পুঃন স্থাপন

যিহিষ্কেলে ৩৮ অধ্যায়ের যুদ্ধে ঈশ্বর তাঁর লোকেদের জন্যে শক্তিময় উদ্ধার এবং ইস্রায়েলের বিভিন্ন শত্রুর পরাজয় যিরূশালেমের দীর্ঘ প্রতীক্ষার মন্দিরটি গঠনের পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে । মহা ক্লেশের প্রথম বিরতির মধ্যেই মন্দির গঠন সম্পূর্ণ হয়ে যাবে কারণ এর মাঝখানে খ্রীষ্টারি যজ্ঞ এবং নৈবেদ্য এবং মন্দিরকে অপবিত্র করা বন্ধ করবে । (দানিয়েল ৯:২৭; ১২:১১;মথি ২৪:১৫; ২ থিষলনীকিয় ২:৩-৪)

ঈশ্বরের ২১টি বিচার (শত লক্ষ্যের মৃত্যু)

মহা ক্লেশের সময়ে, শত লক্ষ্য মানুষের মৃত্যু হবে (প্রকাশিত বাক্য ৬:৮,৯:১৫) "আর সেই দিনের সংখ্যা যদি কমাইয়া দেওয়া না যাইত, তবে কোন প্রাণীই রক্ষা পাইত না ; কিন্তু মনোনীতদের জন্য সেই দিনের সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া যাইবে" (মথি ২৪:২২)। ঈশ্বরের ২১টি বিচারের মধ্যে সাতটি মোহরের বিচার, সাতটি তূরীর বিচার, এবং সাতটি বাটির বিচার | (প্রকাশিত বাক্য ৬:১-১৭, ৮:১-১৩, ৯:১-২১, ১১:১৫-১৯, ১৫:১-৮, ১৬:১-২১)

সাতটি মুদ্রার বিচার

ইস্রায়েল এবং খ্রীষ্টারির শান্তি চুক্তির পর কিছু কাল শান্তি থাকবে । এর পরে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মুদ্রাস্ফিতি,আঘাত, পৃথিবীর জনসংখ্যার এক চতুর্থ মারা যাবে, বিশ্বাসীদের ভঙ্কর তাড়না হবে, ভূমিকম্প এবং সূর্য্য, চন্দ্র,এবং তারাগণের মাঝে বিশৃঙ্খলা আসবে ।(প্রকাশিত বাক্য ৬:১-১৭, ৮:১-৬)

সাতটি তূরীর বিচার

তূরীর বিচারে রক্তমিশ্রিত শিলা এবং অগ্নি যুক্ত আছে (পৃথিবীর এক তৃতীয় অংশ পুড়ে গেলে), বিশাল জলন্ত মহাপর্বত সমুদ্রে ছুড়ে ফেলা হল, (সমুদ্রের এক তৃতীয়াংশ রক্ত হয়ে গেল,সমুদ্রের এক তৃতীয়াংশ জন্তু মারা গেল, আর জলের জাহাজের তৃতীয় অংশ নষ্ট হয়ে গেল), বিশাল একটি জ্বলন্ত তারা পড়ল,পৃথিবীর একতৃতীয়াংশ পানীয় জলকে বিষাক্ত করার জন্য, সূর্য্য, চন্দ্র ও তারারা অন্ধকার হয়ে গেল, শয়তানের ন্যায় পঙ্গপাল,বহ্নি,সন্তাপ এল (একতৃতীয়াংশ মনুষ্যের মৃত্যু)এবং যুদ্ধ (প্রকাশিত বাক্য ৮:১-১৩,৯:১-২১,১১:১৫-১৯)

সাতটি বাটির বিচার

এই সাতটি আঘাতের দ্বারা ঈশ্বরের রোষাগ্নির শেষ হচ্ছে (প্রকাশিত বাক্য ১৫:১) এই বাটির বিচারে দ্বারা দুষ্ট ক্ষত জন্মাল (কেবল মাত্র যে সকল লোকে পশুর ছাপ নিয়েছে এবং তার মূর্তিকে পূজা করে)সমুদ্র রক্তে পরিবর্তন হয়ে গেল(সমুদ্রের সকল প্রাণী মারা গেল), নদী এবং ঝর্ণার জল রক্তে বদলে গেল, সূর্য্যের তাপ বেড়ে গেল। ইউফ্রেটীস নদী শুকিয়ে গেল যেন পূর্ব দিক থেকে আগত রাজাদের জন্য পথ প্রস্তুত করে পারে, ভূতের আত্মা হরমাগিদোনের জন্য সমস্ত জাতিকে একত্র করে, মহাভূমিকম্প হয়, জাতিদের নগর ভেঙেপড়ল,প্রত্যেক দ্বীপ অদৃশ্য হয়ে গেল,পর্বত সমতল ভূমিতে পরিনত হল, এবং বিশাল শিলা (প্রায় ৪৫ কিলো) লোকেদের উপরে পড়ল (প্রকাশিত বাক্য ১৫-১৬)

খ্রীষ্টারি হত্যা (মৃত্যু থেকে উত্থিত হল)

খ্রীষ্টারি মারা পড়বে এবং মৃত্যু থেকে আবার জীবিত হবে। শয়তান খ্রীষ্টারিকে(পশু) তার শক্তি এবং তার সিংহাসন দেবে এবং বিশাল অধিকার দেবে মহা ক্লেশের বাকি অর্দ্ধ সময়ের জন্য। "তাহার ঐ সকল মস্তকের মধ্যে একটা মস্তক যেন মৃত্যু জনক আঘাতে আহত হইয়াছিল, আর তাহার সেই মৃত্যু জনকাঘাতের প্রতীকার করা হইল; আর সমুদয় পৃথিবী চমৎকার জ্ঞান করিয়া সেই পশুর পশ্চাৎ চলিল।আর তাহারা নাগকে ভজনা করিল, কেননা সে সেই পশুকে আপন কর্তৃত্ব দিয়াছিল; আর তাহারা সেই পশুর ভজনা করিল, কহিল, এই পশুর তুল্য কে ? এবং ইহার সহিত কে যুদ্ধ করিতে পারে ? আর এমন এক মুখ তাহাকে দত্ত হইল, যাহা দর্প ও ঈশ্বর নিন্দা করে, এবং তাহাকে বিয়াল্লিশ মাস পর্য্যন্ত কার্য্য করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল। তাহাতে সে ঈশ্বরের নিন্দা করিতে মুখ খুলিল, তাঁহার নামের ও তাঁহার তাম্বুর, এবং স্বর্গবাসী সকলের নিন্দা করিতে লাগিল। আর পবিত্রগণের সহিত যুদ্ধ করিবার ও তাহাদিগকে জয় করিবার ক্ষমতা তাহাকে দত্ত হইল; এবং তাহাকে সমস্ত বংশের ও লোকবৃন্দের ও ভাষার ও জাতির উপরে কর্তৃত্ব দত্ত হইল।তাহাতে পৃথিবী নিবাসীদের সমস্ত লোক তাহার ভজনা করিবে,যাহাদের নাম জগৎপত্তনের সময়াবধি হত মেষশাবকের জীবন পুস্তকে লিখিত নাই"।(প্রকাশিত বাক্য১৩:৩-৮)

খ্রীষ্টারি চুক্তি ভঙ্গ করে ...মন্দির কে দুষিত করে

ক্লেশের সাত বৎসরের মাঝ খানে, খ্রীষ্টারি ইস্রায়েলের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করবে এবং যিরুশালেমের মন্দির দুষিত করবে (দানিয়েল ৯:২৭, মথি ২৪:১৫; ২থিষলনীকিয় ২:৩-৪)। ঈশ্বরের পবিত্র লোকেদের মহা ক্লেশের এক কাল, দুই কাল এবং অর্দ্ধ কাল পর্য্যন্ত তার হাতে দেওয়া হবে।(দানিয়েল ৭:২৫, প্রকাশিত বাক্য ১৩:৫-৮)

দুই জন ভবিষ্য বক্তার হত্যা (মৃত্যু থেকে উত্থিত)

ক্লেশের মাঝখানে যখন দুই ভবিষ্য বক্তা (সাক্ষী) যিরূশালেমে তাদের সাক্ষ্য সমাপ্ত করবেন, পশু(খ্রীষ্টারি) তাদের আক্রমন করবে এবং হত্যা করবে । বেশীরভাগ লোক যারা জগতে থাকবে তারা তাদের মৃত্যুতে আনন্দিত হবে কেননা এই দুই ভাববাদী পৃথিবীতে যারা ছিল তাদের যন্ত্রণা দিতেন । সাড়ে তিনদিন পরে ঈশ্বর তাদের মৃত্যু থেকে জীবিত করবেন এবং তারা মেঘে করে স্বর্গে উঠে যাবে ।আর সেই মুহূর্তে যিরূশালেমে মহা ভূমিকম্প হবে,এবং আর শহরের দশমাংশ পতিত হল এবং সাত হাজার মানুষ মারা পড়ল । ভাববাদী মালাখির মতে, হয়ত একজন ভাববাদী এলিয় ছিলেন (মালাখি ৪:৫; প্রকাশিত বাক্য ১১:৩-১৩)

পশুর ছাপ এবং ভাক্ত ভাববাদী

ভাক্ত ভাববাদী দ্বিতীয় পশু নামেও আক্ষাত এবং সে তার উপস্থিতিতে খ্রীষ্টারির সকল ক্ষমতাকে ব্যাবহার করবে । সে মহান চিহ্ন দেখাবে এবং লোকেদের খ্রীষ্টারির আরাধনা করাবে এবং পশুর চিহ্নকে গ্রহণ করাবে । “পরে আমি আর এক পশুকে দেখিলাম, সে স্থলহইতে উঠিল, এবং মেষশাবকের ন্যায় তাহার দুই শৃঙ্গ ছিল, আর সে নাগের ন্যায় কথা কহিত। সে সেই প্রথম পশুর সমস্ত কর্তৃত্ব তাহার সাক্ষাতে পরিচালনা করে ; এবং যে প্রথম পশুর মৃত্যু জনক আঘাতের প্রতিকার করা হইয়াছিল, পৃথিবীকে ও তন্নিবাসী দিগকে তাহার ভজনা করায় । আর সে মহৎ মহৎ চিহ্ন কার্য্য করে; এমন কি মনুষ্যদের সাক্ষাতে স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে অগ্নি নামায় । এইরূপ সেই পশুর সাক্ষাতে যে সকল চিহ্ন কার্য্য করার ক্ষমতা তাহাকে দত্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা সে পৃথিবীনিবাসীদের ভ্রান্তি জন্মায়; সে পৃথিবীনিবাসীদিগকে বলে, ‘যে পশু খড়্গ দ্বারা আহত হইয়াও বাঁচিয়াছিল, তাহার এক প্রতিমা নির্মাণ কর’। আর তাহাকে এই ক্ষমতা দত্ত হইল যে, সে ঐ পশুর প্রতিমার মধ্যে নিশ্বাস প্রদান করে, যেন ঐ পশুর প্রতিমা কথা কহিতে পারে, ও এমন করিতে পারে যে, যত লোক সেই পশুর ভজনা না করিবে, তাহাদিগকে বধ করা হয় । আর সে ক্ষুদ্র ও মহান, ধনী ও দরিদ্র, স্বাধীন ও দাস, সকলকেই দক্ষিণহস্তে কিম্বা ললাটে ছাব ধারণ করায়; আর ঐ পশুর ছাব অর্থাৎ নাম কিম্বা নামের সংখ্যা যে কেহ ধারণ না করে, তাহার ক্রয় বিক্রয় করার অধিকার বদ্ধ করে । এস্থলে জ্ঞান দেখা যায় । যে বুদ্ধিমান, সে ঐ পশুর সংখ্যা গণনা করুক; কেননা তাহা মনুষ্যের সংখ্যা, এবং সেই সংখ্যা ছয় শত ছেষট্টি” (প্রকাশিত বাক্য ১৩:১১-১৮)

সাবধান! পশুর ছাব নেবেন না! “ পরে তৃতীয় এক দূত উহাদের পশ্চাৎ আসিলেন, তিনি উচ্চ রবে কহিলেন, যদি কেহ সে পশু ও তাহার মূর্তির ভজনা করে, আর নিজ ললাটে কি হস্তে ছাব ধারণ করে, তবে সেই ব্যক্তিও ঈশ্বরের সেই “রোষ মদিরা পান করিবে, যাহা তাঁহার কোপের পানপাত্রে অমিশ্রিতরূপে পস্তুত হইয়াছে”; এবং পবিত্র দূতগণের সাক্ষাতে ও মেষ শাবকের সাক্ষাতে “অগ্নিতে ও গন্ধকে যাতনা পাইবে । তাহাদের যাতনার ধূম যুগপর্য্যায়ে যুগে যুগে উঠে”; যাহারা সেই পশু ও তাহার প্রতিমূর্তির ভজনা করে, এবং যে কেহ তাহার নামের ছাব ধারণ করে, তাহারা দিবাতে কি রাত্রিতে কখনও বিশ্রাম পায় না”।(প্রকাশিত বাক্য ১৪:৯-১৯) স্বর্গদূত যান এবং পৃথিবির উপরে তাঁর বাটি ঢালেন, তাতে সেই পশুর ছাব যাদের উপরে ছিল এবং যারা তার প্রতিমার ভজনা করেছিল সেই সব লোকেদের উপরে ব্যাথা জনক দুষ্ট ক্ষত জন্মিল । (প্রকাশিত বাক্য ১৬:২,) (প্রকশিত বাক্য ১৩:৭, ১৯:২০, ২০:৪)।

যীশু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন (বিচার দিন)

যীশু খ্রীষ্ট “রাজাদের রাজা এবং প্রভুদের প্রভু”মহাক্লেশের শেষে (ইস্রায়েল এবং খ্রীষ্টারির শান্তি চুক্তির সাত বৎসর পরে) মানুষের উদ্ধার করতে, দুষ্টদের বিচার করতে এবং জগতে তাঁর রাজ্য স্থাপন করতে পৃথিবীতে ফিরে আসেন ।খ্রীষ্টারি,এই জগতের রাজা এবং তার সৈনিকেরা একত্রিত হয় ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য । খ্রীষ্টারি এবং ভাক্ত ভাববাদী গ্রেফতার হবে এবং গন্ধকের জ্বলন্ত অগ্নি হ্রদে জীবন্ত নিক্ষিপ্ত হবে এবং জগতের সৈনেরা ধ্বংস হয়ে যাবে । তখন শয়তানকে হাজার বৎসরের জন্য বন্দী করে অগধালোকে নিক্ষিপ্ত হবে । সমস্ত জাতি বিচারের জন্য

যীশুর সামনে দাঁড়াবে । অবিশ্বাসীরা "অনন্ত বিচারে জন্য চলে যাবে , কিন্তু ধার্মিকেরা অনন্ত জীবনে প্রবেশ করবে" । (মথি ২৫:৩১-৪৬) (প্রকাশিত বাক্য ১৯-২০ অধ্যায়, যিশায় ৩৪:১-১৭; ৬৬:১৫-১৭; দানিয়েল ১২:১-১৩; যোয়েল ২:২৮-৩২, ৩:১-১৭; সখরিয় ১২-১৪ অধ্যায়; লূক ১৭:২০-৩৭; ২ থিষলনীকিয় ১:১-১২,২:১-১২,তীত ২:১১-১৪)

যীশুর দ্বিতীয় আগমনের তারিখ সেলে ফোনেরে ক্যালেন্ডার সাহায্যে সহজেই পাওয়া যেতে পারে, যা লিসীয়ারের বৎসর গুলি গুনবে। ইস্রায়েল এবং খ্রীষ্টারির চুক্তির পর, ভবিষ্যবানীর সাত বৎসর(৩৬০ দিন প্রত্যেকে বৎসরে)পরে যীশু খ্রীষ্ট ফিরে আসবেন (দানিয়েল ৯:২৭)। যা ২,৫২০ (২X১,২৬০)দিন অথবা ঠিক ৩৬০ সপ্তাহ বোঝায় (প্রকাশিত বাক্য ১১:৩, ১২:৬) ক্লেশেরে মধ্যস্থানের যে সময় তা হল ১৮০ সপ্তাহ ।

শেষ সময়ের বিষয়ে যীশুর কথা (এবং অন্যদের)

শেষ সময়ের ঘটনার ভবিষ্যবানী সব থেকে বিস্তৃত ভাবে এবং এর বর্ণনা যীশু করছেনে । যীশু তাঁর শিষ্যদের বলছেনে, "দেখিও, কেহ যেন তোমাদিগকে না ভুলায় ।কেননা অনেকে আমার নাম ধরিয়া আসিবে, বলিবে, আমিই সেই খ্রীষ্ট, আর অনেকে লোককে ভুলাইবে"।(মথি ২৪:৪-৫) যীশু যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, ভাক্ত ভাববাদী, দুষ্টতা,ঘৃণা এবং বিশ্বাসীদের ক্লেশ, বাইবেলের প্রচার, খ্রীষ্টারির দ্বারা মন্দিরের অপবিত্রতা, মহা ক্লেশ এবং জগতে তাঁর গৌরবময় পুনরা আগমনের বিষয় বলেন। (মথি ২৪:১-৫১, ২৫:১-৪৬, মার্ক ১৩:১-৩৭; লূক ১৭:২০-৩৭, ২১:৫-৩৬; ২ তিমথিয় ৩:১-৯ [যীশুর কথা নয়]; ২পিতর ৩:১-১৮[যীশুর কথা নয়])

১৪৪,০০০ ঈশ্বরের সেবার জন্য যিহূদীদের মনোনীত করেন

স্বর্গদূত ১৪৪,০০০ ঈশ্বরের দাসদের কপালে মোহর লাগাবে, যাতে মেষের(যীশু)নাম এবং তাঁর পিতার (ঈশ্বরের) নাম থাকবে ।সমস্ত ইস্রায়েলের বারো গোত্রের এই ১৪৪,০০০ যিহূদী,ঈশ্বরের দ্বারা তাঁর কাজের জন্য মনোনীত হবে, যা হয়ত সুসমাচার প্রচারের কাজকেও অন্তর্ভুক্ত করবে। (প্রকাশিত বাক্য ৭:১-৮, ১৪:১-৫)

সহস্র বৎসর

যীশু এই জগতে তাঁর রাজ্য গঠন করবেন যেখানে তিনি সহস্র বৎসর জগতের সকল লোক এবং জাতির উপরে রাজত্ব করবেন । তাঁর রাজ্য বিশেষতা হবে ন্যায়পরায়ণতা, ধার্মিকতা এবং অফুরন্ত ভালবাসা ।প্রত্যেকে সৃষ্টির মাঝে একতা থাকবে যেমন পৃথিবী এদন উদ্যানের মত সুখ দায়ক স্থান হয়ে উঠবে । ছোট ছেলেরা সিংহ সাথে খেলা করবে এবং নেকড়িয়া মেষের সাথে বাস করবে (যিশায় ১১:৬০৯)। জগতের লোকেরা সুস্থ হবে এবং স্বাস্থ্য লাভ করবে, শান্তিতে থাকবে এবং বৃদ্ধি পাবে, এবং পৃথিবী পরিপূর্ণ করবে ।

যখন সহস্র বৎসর শেষ হয়ে যাবে, শয়তান অধলোক থেকে ছাড়া পাবে এবং জাতি জাতিকে ঠকানোর জন্য বেরিয়ে আসবে । অনেকেই শয়তানকে অনুসরন করবে এবং যীশুকে হারাবার চেষ্টা করবে । আকাশ থেকে অগ্নি তাদের গ্রাস করবে এবং শয়তানকে গন্ধকের হ্রদে ফেলে দেওয়া যাবে । বৃহৎ শ্বেতবর্ণ সিংহাসনের সামনে অবিশ্বাসী দেরে বিচার হবে এবং মৃত্যু এবং পাতাল অগ্নিময় হ্রদে ফেলে দেওয়া যাবে (প্রকাশিত বাক্য ২০) । পুরাতন আকাশ এবং পুরাতন পৃথিবী নাশ হয়ে যাবে (২ পিতর ৩:৭,১০-১৩)। (যিশায় ৯:৬-৭,১১:১-১৬,২৪:২৩, ৩৫:১-১০, ৫৬:১-৮, ৬০:১-২২,৬১:১-১১, ৬২:১-১২,৬৫:১৭-২৫, ৬৬:১০-২৪, যিরমিয় ৩১:২৭-৪০; যিহিষ্কেল ৩৪:১১-৩১, ৩৬:২২-৩৩, ৩৭:২১-২৮, ৪০-৪৮ অধ্যায়;

দানিয়েল ৭:১৩-১৪, যোয়েল ৩:১৮-২১; আমোষ ৯:১১-১৫; মীখা ৪:১-৮; হবক্কূক ২:১৪; সখরিয় ৮:১-২৩, ৯:১০; গীতসংহিতা ২:৬-৯, ২৪:৭-১০, ৩৩:৫)

নূতন আকাশ ও নূতন পৃথিবী

বৃহৎ শ্বেতবর্ণ সিংহাসনের বিচারের পর, ঈশ্বর এক নূতন আকাশ এবং নূতন পৃথিবীর প্রকাশ করবেন, পাপ এবং কলঙ্ক মুক্ত। (প্রকাশিত বাক্য ২১-২২ অধ্যায়, যোহন ১৪:২-৩; ১থিষলনীকীয় ৪:১৭; ২ পিতর ৩:১৩; ইব্রীয় ১২:২২-২৩; প্রকাশিত বাক্য ২:৭,৭:৭-১৭, ১৫:২)

“পরে আমি “এক নূতন আকাশ ও এক নূতন পৃথিবী” দেখিলাম; কেননা প্রথম আকাশ ও প্রথম পৃথিবী লুপ্ত হইয়াছে; এবং সমুদ্র আর নাই| আর আমি দেখিলাম, “পবিত্র নগরী, নূতন যিরূশালেম,” স্বর্গ হইতে, ঈশ্বরের নিকট হইতে, নামিয়া আসিতেছে; সে আপন বরের নিমিত্ত বিভূষিতা কন্যার ন্যায় প্রস্তুত হইয়াছিল| পরে আমি সিংহাসন হইতে এই উচ্চ বাণী শুনিলাম, দেখ, মনুষ্যদের সহিত ঈশ্বরের আবাস; তিনি তাহাদের সহিত বাস করিবেন, এবং তাহারা তাঁহার প্রজা হইবে; এবং ঈশ্বর আপনি তাহাদের সঙ্গে থাকিবেন, ও তাহাদের ঈশ্বর হইবেন| আর তিনি তাহাদের সমস্ত নেত্রের জল মুছাইয়া দিবেন; এবং মৃত্যু আর হইবে না; শোক বা আর্তনাদ বা ব্যথাও আর হইবে না; কারণ প্রথম বিষয় সকল লুপ্ত হইল|” (প্রকাশিত বাক্য ২১:১-৪) “ আর যে সপ্ত দূতের কাছে সপ্ত শেষ আঘাতে পরিপূর্ণ সপ্ত বাটি ছিল, তাঁহাদের মধ্যে এক দূত... পবিত্র নগরী যিরূশালেমকে দেখাইলেন, সে স্বর্গ হইতে, ঈশ্বরের নিকট হইতে, নামিয়া আসিতেছিল, সে ঈশ্বরের প্রতাপবিশিষ্ট; তাহার জ্যোতিঃ বহুমূল্য মণির, স্ফটিকবৎ নির্মল সূর্য্যকান্তমণির তুল্য|... নগরের চক স্বচ্ছ কাচবৎ বিমল সুবর্ণময়| আর আমি নগরের মধ্যে কোন মন্দির দেখিলাম না; কারণ সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভু ঈশ্বর এবং মেষশাবক স্বয়ং তাহার মন্দিরস্বরূপ| “আর সেই নগরে দীপ্তিদানার্থে সূর্য্যের বা চন্দ্রের কিছু প্রয়োজন নাই; কারণ ঈশ্বরের প্রতাপ তাহা আলোকময় করে, এবং মেষশাবক তাহার প্রদীপস্বরূপ| আর জাতিগণ তাহার দীপ্তিতে গমনাগমন করিবে; এবং পৃথিবীর রাজারা তাহার মধ্যে আপন আপন প্রতাপ আনেন| ঐ নগরের দ্বার সকল দিবাতে কখনও বদ্ধ হইবে না, বাস্তবিক সেখানে রাত্রি হইবে না| আর জাতিগণের প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্য তাহার মধ্যে আনীত হইবে|” (প্রকাশিত বাক্য ২১:৯-২৬)

আর তিনি আমাকে “জীবন জলের নদী” দেখাইলেন, তাহা স্ফটিকের ন্যায় উজ্বল, তাহা ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন হইতে নির্গত হইয়া তথাকার চকের মধ্যস্থানে বহিতেছে; “ নদীর এপারে ওপারে জীবন বৃক্ষ আছে, তাহা দ্বাদশ বার ফল উৎপন্ন করে, এক এক মাসে আপন আপন ফল দেয়, এবং সেই বৃক্ষের পত্র জাতিগণের আরোগ্য নিমিত্তক”।এবং “কোন শাপ আর হইবে না”; আর ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন তাহার মধ্যে থাকিবে; এবং তাঁহার দাসেরা তাঁহার আরাধনা করিবে, এবং তাঁহার মুখ দর্শন করিবে, এবং তাঁহার নাম তাহাদের ললাটে থাকিবে । সেখানে রাত্রি আর হইবে না, এবং প্রদীপের আলোকে কিম্বা সূর্য্যের আলোকে লোকদের কিছু প্রয়োজন হইবে না, কারণ “প্রভু ঈশ্বর তাহাদিগকে আলোকিত করিবেন; এবং তাহারা যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে রাজত্ব করিবে”। (প্রকাশিত বাক্য ২২:১-৫)

৬ আমরা কি কি বিশ্বাস করি

বাইবেল

আমরা বিশ্বাস করি বাইবেলে ঈশ্বরের বাক্য এবং বিশ্বাসের সর্ব প্রধান অধিকার ও জীবন । প্রত্যেক শব্দ ঈশ্বরের প্রেরণায় লিখিত, এবং মূল লেখার মাঝে কোন ভুল নাই । (২ তীমথিয় ৩:১৬-১৭; ২পিতর ১:২০-২১; মথি ৫:১৮; রোমীয় ১৫:৪)

ঈশ্বর

আমরা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করি,সকল কিছুর সৃষ্টি কর্তা, অনন্ত কালের জন্য তৃত্বে বিদ্যমান, পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা (আদি ১:১, গীতসংহিতা ৮:১-৯; ১৯:১-৪; রোমীয়১:২০, ৮:৩১-৩৯, ১১:৩৩; ২ করিন্থীয় ১৩:১৪, ১ যোহন ৪:৭-৮, মথি ২৮:১৯-২০, যোহন ১:১, ৪:২৪, যাকোব ১:১৭, দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪-৬, ১যোহন ৪:৭-২১, ১ পিতর ১:১৩-১৬, গীতসংহিতা ১৩৯:১-১৪; যিশাইয় ৪৫:৫, প্রেরিত ১৭:২৫)

যীশু খ্রীষ্ট

আমরা বিশ্বাস করি যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র। সর্বদা ছিলেন, তিনি মনুষ্যরূপ ধারণ করলেন এবং কুমারী মরিয়ম হতে জন্ম গ্রহণ করেন ।তিনি এ জগতে একটি নিখুঁত পাপ শূণ্য জীবন যাপন করেন । তার ক্রুশীয় মৃত্যু আমাদের পাপের বেতন দান করেছে এবং যারা তাঁতে বিশ্বাস করে তাদের পরিত্রাণের জন্য এটাই কেবল একমাত্র উপায় । তিনি সশরীরে কবর থেকে উত্থাপিত হন এবং এখন ক্ষমতার সাথে পিতার সঙ্গে রাজত্ব করছেন । তিনি আমাদের তাঁর প্রতি বিশ্বাসের দ্বারা অনন্ত জীবন, পাপের ক্ষমা এবং শান্তি দিতে চান । ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার তিনিই একমাত্র পথ । আমরা যাদের তিনি নিজের বলে দাবী করবেন এবং বিচার করবেন তাঁর দৃশ্যমান এবং গৌরবময় পুনঃরাগমনের জন্যে আপেক্ষা করছি । (যোহন ১:১-১৮, ২৯, ৮:৫৮, ১৪:৬; লূক ১-২ অধ্যায়, ২ করিন্থীয় ৫:২-২১; ১ পিতর ১:৩-৯; ইব্রীয় ১:৮; যিশায়ও ৭:১৪, ৯:৬)

পবিত্র আত্মা

আমরা বিশ্বাস করি যে পবিত্র আত্মা ঈশ্বর । তিনি বিশ্বাসীদের হৃদয়ে বাস করেন, খ্রীষ্টকে গৌরবান্বিত করেন, পথ দেখান, চালনা করেন এবং ঈশ্বরীয় জীবন যাপন এবং সেবার জন্য শক্তি দান করেন (যোহন ১৪:২৬, ১৫:২৬; ১৬:৭-১৫; রোমীয় ৮:৫-১৮; ২৬-২৭; ১করিন্থীয় ২:১০, ১২:১২-১৪; ইফিষীয় ১:১৩-১৪)

মনুষ্য

আমরা বিশ্বাস করি মনুষ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু পাপে পতন হয়েছে এবং তার কারণে আত্মিক মৃত্যু হয় এবং হারিয়ে যায় । কেবল মাত্র যীশু খ্রীষ্টে নিজ বিশ্বাসের দ্বারা এবং পবিত্র আত্মার পুনঃজন্মের মধ্যে দিয়েই পবিত্র জীবন এবং পরিত্রাণ পেতে পারে (আদি পুস্তক১:২৬-৩১, ২:৭-২৫, ৩:১-২৪; রোমীয় ৩:২৩, ৫:১২, ৬:২৩)

পরিত্রাণ

আমরা বিশ্বাস করি পরিত্রাণ ঈশ্বরের বিনামূল্যের দান যা কর্ম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, এবং এ কেবল তারাই পায় যারা বিশ্বাসের দ্বারা যীশু খ্রীষ্টকে গ্রহণ করে । (ইফিষীয় ১:১৩-১৪, ২:৮-১০ ; যোহন ১:১২, ২৯,৩:৩৬,৫:২৪, ১৪:৬, ২০:৩১; ১ যোহন ৫:১১-১৩, প্রেরিত ১৬:৩১, রোমীয় ১:১৬, ৫:৮, ১০:৯-১০; ২ করিন্থীয় ৫:১৭; প্রেরিত ৪:১২; তীত ৩:৫-৬)

নিয়ম (আদেশ)

আমরা বিশ্বাস করি "প্রভুর ভোজ" এবং বিশ্বাসীর জলে বাপ্তিস্ম যেনে উৎযাপন করা হয় (মথি ২৬:২৬-২৮; ১করিন্থীয় ১১:২৩-২৬; মথি ২৮:১৯-২০; প্রেরিত ৮:২৬-৪০)

মৃত্যু, বিচার, স্বর্গ, নরক

আমরা বিশ্বাসীদের সম্পূর্ণ দেহেপুনঃরুত্থানে বিশ্বাস করি ; বিশ্বাসীরা অনন্ত কালীন আশীর্বাদে এবং ঈশ্বরের সাথে আনন্দে যুক্ত হবে, এবং অবিশ্বাসীরা বিচারিত হবে এবং সজ্ঞানে অনন্ত শাস্তি পাবে । (লূক ১৪:১৪; ২৩:৪২-৪৩, যোহন ৫:২৮-২৯, প্রকাশিত বাক্য ২০:১০-১৫, ২১-২২ অধ্যায়)

৭ বাইবেলের সত্য

ঈশ্বরই সত্যের উৎস এবং সারাংশ । সত্য সম্বন্ধে বাইবেলে অনেকে কিছু বলার আছে

- গীতসংহিতা ২৫:৫ "তোমার সত্যে আমাকে চালাও, আমাকে শিক্ষা দেও, কেননা তুমিই আমার ত্রাণেশ্বর; আমি সমস্ত দিন তোমার অপেক্ষায় থাকি।
- গীতসংহিতা ১৪৫:১৮ "সদাপ্রভু সেই সকলেরই নিকটবর্তী , যাহারা তাঁকে ডাকে, যাহারা সত্যে তাঁহাকে ডাকে" ।
- হিতোপদেশ১২:১৯ "সত্যেরওষ্ঠচিরকালস্থায়ী; কিন্তুমিথ্যাবাদীজিহ্বানিমেষমাত্রস্থায়ী" ।
- যোহন১৪:৬ "যীশু তা৬হাকে বলিলেন, আমিই পথ সত্য ও জীবন; আমা দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকটে আইসে না" ।
- যোহন৮:৩১-৩২ "অতএবযেযিহুদীরাতাঁহাকেবিশ্বাসকরিল, তাহাদিগকেযীশুকহিলেন, তোমরা যদি আমার বাক্যে স্থির থাক, তাহা হইলে সত্যই তোমরা আমার শিষ্য । আর তোমরা সেই সত্য জানিবে, এবং সেই সত্য তোমাদিগকে স্বাধীন করিবে'।
- যোহন ১৪:১৫-১৭ "তোমরা যদি আমাকে প্রেমে কর, তবে আমার আজ্ঞা সকল পালন করিবে । আর আমি পিতার নিকটে নিবেদন করিব, এবং তিনি আর এক সহায় তোমাদিগকে দিবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন ;তিনি সত্যের আত্মা; জগৎ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, কেননা সে তাঁহাকে দেখে নাই, তাহাকে জানেও না, তোমরা তাঁহাকে জান, কারণ তিনি তোমাদের নিকটে অবস্থিতি করেন ও তোমাদের অন্তরে থাকিবেন ।
- যোহন ১৬:১৩ "পরন্তু তিনি, সত্যের আত্মা, যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন ; কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না; কিন্তু যাহা যাহা শুনেন তাহাই বলিবেন, এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন ।
- ২ থিষলনীকীয় ২:১০ "এবং যাহারা বিনাশ পাইতেছে, কারণ তাহারা পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্তে সত্যের প্রেমে গ্রহণ করে নাই"।
- ৩ যোহন ১:৪ " আমার সন্তাঙগণ সত্যে চলে, ইহা শুনিলে যে আনন্দ হয়, তদপেক্ষা মহত্তর আনন্দ আমার নাই"।

জীবনের অর্থ এবং উদ্দেশ্য কি ?

জীবনের কতগুলি অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং গূঢ় প্রশ্ন হল: আমি কে ? আমি কোথা থেকে এসেছি ? মৃত্যুর পর আমি কোথায় যাব ? আমি এখানে কেন এসেছি এবং জীবনের অর্থ এবং উদ্দেশ্য কি ? বাইবেলে এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এবং তার থেকেও আরো অনেক বেশী আছে ।

- দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪-৭ "হে ইস্রায়েল শুন; আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু একই সদাপ্রভু; আর তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত প্রাণ, ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম করিবে । আর এই যে সকল কথা আমি অদ্য তোমাকে আজ্ঞা করি, তাহা তোমাদের হৃদয়ে থাকুক । আর তোমরা প্রত্যেকে আপন আপন সন্তানগণকে এই যে সকল যত্নপূর্বক শিক্ষা দিবে, এবং গৃহে বসিবার কিম্বা পথে চলিবার সময়ে এবং গৃহে বসিবার কিম্বা পথে চলিবার সময়ে এবং শয়ন কিম্বা গাত্রোত্থান কালে ঐ সমস্তের কথোপকথন করিবে" ।
- কলসীয় ৩:১৭ "আর বাক্যে কি কার্য্যে যাহা কিছু কর্ম, সকলই প্রভু যীশুর নামে কর ,তাঁহার দ্বারা পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে করিতে ইহা কর" ।
- যাত্রাপুস্তক ২০:৩-৪, ৭-৮, ১২-১৭ "আমার সাক্ষাতে তোমার অন্য দেবতা না থাকুক । তুমি আপনার নিমিত্তে খোদিত প্রতিমা নির্ম্মাণ করিও না ...তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর নাম অনর্থক লইও না । তুমি বিশ্রাম দিন স্মরণ করিয়া পবিত্র করিও...তোমার পিতাকে ও তোমার মাতাকে সমাদর করিও...নরহত্যা করিও না...ব্যাভিচার করিও না...চুরি করিও না...তোমার প্রতিবাসীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না...তোমার প্রতিবাসীর গৃহেও লোভ করিও না..." (দশ আজ্ঞা)
- গীতসংহিতা২৩:১-৬ "সদাপ্রভু আমার পালক, আমার অভাব হইবে না । তিনি তৃণভূষিত চরাণীতে আমাকে শয়ন করান, তিনি বিশ্রাম জলের ধারে ধারে আমাকে চালান । তিনি আমার প্রাণ ফিরাইয়া আনেন, তিনি নিজ নামের জন্য আমাকে ধর্মপথে গমণ করান । যখন আমি মৃত্যুচ্ছায়ার উপত্যকা দিয়া গমন করিব, তখনও অমঙ্গলের ভয় করিব না, কেননা তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ, তোমার পাচঁনী ও অমার যষ্টি আমাকে সান্ত্বনা করে । তুমি আমার শত্রুগণের সাক্ষাতে আমার সম্মুখে মেজ সাজাইয়া থাক; তুমি আমার মস্তক তৈলে সিক্ত করিয়াছ; আমার পানপাত্র উথলিয়া পড়িতেছে । কেবল মঙ্গল ও দয়াই আমার জীবনের সমুদয় দিন আমার অনুচর হইবে, আর আমি সদাপ্রভুর গৃহে চিরদিন বসতি করিব" ।
- ১ করিন্থীয় ১৩:৪-৮ প্রেম চিরসহিষ্ণু, প্রেম মধুর, ঈর্ষা করে না, প্রেম আত্মশ্লাঘা করে না, গর্ব করে না, অশিষ্টাচরণ করে না, স্বার্থ চেষ্টা করে না, রাগিয়া উঠে না, অপকার গণনা করে না, অধার্মিকতায় আনন্দ করে না, কিন্তু সত্যের সহিত আনন্দ করে, সকলই বহন করে, সকলই বিশ্বাস করে, সকলই প্রত্যাশা করে, সকলই ধৈর্য্যপূর্বক সহ্য করে । প্রেম কখন শেষ হয় না" ।
- যিরমিয় ২৯:১১ " কেননা, সদাপ্রভু বলেন, আমি তোমাদের পক্ষে যে সকল সঙ্কল্প করিতেছি, তাহা আমিই জানি; সে সকল মঙ্গলের সঙ্কল্প, অমঙ্গলের নয়, তোমাদিগকে শেষে ফল ও আশাসিদ্ধি দিবার সঙ্কল্প" !(ঈশ্বর চান আপনি তাঁকে জানেন, ভালবাসেন, এবং উৎসুকতার সাথে তাঁর সেবা করেন, আপনার জীবনের জন্য ঈশ্বরের এক পরিকল্পনা আছে)
- তীত ২:১১-১৪ " কেননা ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সমুদয় মনুষ্যের জন্য পরিত্রাণ আনয়ন করে, তাহা আমাদিগকে শাসন করিতেছে, যেন আমরা ভক্তিহীনতা ও সাংসারিক অভিলাষ সকল অস্বীকার করিয়া সংযত, ধার্মিক ও ভক্তিভাবে এই বর্তমান যুগে জীবন যাপন করি , এবং পরমধন্য আশাসিদ্ধির

জন্য, এক মহান ঈশ্বর ও আমাদের ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের প্রতাপের প্রাকাশপ্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা করি" ।

- মথি ২৮:১৯-২০ " অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর ; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর ; আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সে সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও । আর দেখ, আমিই যুগান্ত পর্য্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি" ।
- মার্ক ১২:২৮-৩০" আর অধ্যাপকদের একজন নিকটে আসিয়া তাঁহাদিগকে তর্ক বিতর্ক করিতে শুনিয়া, এবং যীশু তাঁহাদিগকে বিলক্ষণ উত্তর দিয়াছেন জানিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সকল আজ্ঞার মধ্যে কোনটি প্রথম ? যীশু উত্তর করিলেন প্রথমটি এই, "হে ইস্রায়েল শুন, আমাদের ঈশ্বর প্রভু একই প্রভু ; আর তুমি তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত মন ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে" ।(মহান আজ্ঞা)
- যোহন ১:১২ " কিন্তু যতলোক তাঁহাকে গ্রহণ করিল, সেই সকলে, যাঁহারা তাঁহার নামে বিশ্বাস করে তাহাদিগকে, তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার ক্ষমতা দিলেন"।
- ১ পিতর ১:৩-৯ ধন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা; তিনি নিজ বিপুল দয়ানুসারে মৃত গণের মধ্য হইতেযীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান দ্বারা, জীবন্ত প্রত্যাশার নিমিত্ত আমাদিগকে পুনর্জন্ম দিয়াছেন, অক্ষয় ও বিমল ও অজর দায়াধিকারের নিমিত্ত দিয়াছেন; সেই দায়াধিকার স্বর্গে তোমাদের নিমিত্ত সঞ্চিত রহিয়াছে ; এবং ঈশ্বরের শক্তিতে তোমরাও পরিত্রাণের নিমিত্ত বিশ্বাস দ্বারা রক্ষিত হইতেছে, যে পরিত্রাণ শেষে কালে প্রকাশিত হইবার জন্য প্রস্তুত আছে । ইহাতে তোমরা উল্লাস করিতেছে, যদিও অবকাশ মতে এখন অল্প কাল নানাবিধ পরীক্ষায় দুঃখার্ত্ত হইতেছে; যেন, যে সুবর্ণ নশ্বর হইলেও অগ্নি দ্বারা পরিক্ষিত হয়, তাহা অপেক্ষাও মহামূল্য তোমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষাসিদ্ধতা যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশকালে প্রশংসা, গৌরব ও সমাদরজনক হইয়া প্রত্যক্ষ হয় । তোমরা তাহাকে না দেখিয়াও প্রেম করিতেছে ; এখন দেখিতে পাইতেছে না, তথাপি তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া অনির্বচনীয় ও গৌরবযুক্ত আনন্দে উল্লাস করিতেছে, এবং তোমাদের বিশ্বাসের পরিণাম অর্থাৎ আত্মার পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতেছে" ।
- ইফিষীয় ১:৩ " ধন্য আমাদের প্রভু যীশুর ঈশ্বর ও পিতা, যিনি আমাদিগকে সমস্ত আত্মিক আশীর্বাদে স্বর্গীয় স্থানে খ্রীষ্টে আশীর্বাদ করিয়াছেন" ।
- ২ পিতর ১:৩ "কারণ যিনি নিজ গৌরবে ও সদ্গুণে আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, তাঁহার তত্বজ্ঞান দ্বারা তাঁহার ঈশ্বরীয় শক্তি আমাদিগকে জীবন ও ভক্তি সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় প্রদান করিয়াছে" ।
- আদিপুস্তক ১:২৬ " পরে ঈশ্বর কহিলেন , আমরা আমদের প্রতিমূর্ত্তিতে , আমাদের সদৃশ্যে মনুষ্য নির্মাণ করি; আর তাহারা সমুদ্রের মৎস্যদের উপরে, আকাশের পক্ষীদের উপরে, পশুগণের উপরে, সমস্ত পৃথিবীর উপরে, ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় সরীসৃপের উপরে কতৃত্ব করুক" ।
- যোহন ৩:১৬-১৮ "কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন, যে কেহ তাহাতে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায় । কেননা ঈশ্বর জগতের বিচার করিতে পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেন নাই, কিন্তু জগৎ যেন তাঁহার দ্বারা পরিত্রাণ পায় । যে তাঁহাতে বিশ্বাস করে, তাহার বিচার করা যায় না; যে বিশ্বাস না করে, তাহার বিচার হইয়া গিয়াছে, যেহেতুক সে ঈশ্বরের একজাত পুত্রের নামে বিশ্বাস করে নাই" ।
- লূক ২৩:৪৩ " যীশু তাহাকে কহিলেন, আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি, অদ্যই তুমি পরমদেশে আমার সঙ্গে উপস্থিত হইবে"। (যদি আপনার যীশুর সাথে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ থাকে তবে যে মুহূর্তে আপনি মারা যাবেন, আপনি তৎক্ষনাত স্বর্গে চলে যাবেন)

- হিতোপদেশ ৩:৫-৬ "তুমি সমস্ত চিত্তে সদাপ্রভুতে বিশ্বাস কর ; তোমার নিজ বিবেচনায় নির্ভর করিও না; তোমার সমস্ত পথে তাঁহাকে স্বীকার কর ;তাহাতে তিনি তোমার পথ সকল সরল করিবেন"।
- মথি ৬:২৫-৩৪ "এই জন্য আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, 'কি ভোজন করিব, কি পান করিব বলিয়া প্রাণের বিষয়, কিম্বা কি পরিব বলিয়া শরীরের বিষয়ে ভাবিত হইও না; ভক্ষ্য হইতে প্রাণ ও বস্ত্র হইতে শরীর কি বড় বিষয় নয় ? আকাশের পক্ষীদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর ,তাহারা বুনেও না, কাটেও না, গোলাঘরে সঞ্চয়ও করে না, তথাপি তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তাহাদিগকে আহার দিয়া থাকেন ; তোমরা কি তাহাদের হইতে অধিক শ্রেষ্ঠ নও ? আর তোমাদের মধ্যে কে ভাবিত হইয়া আপন বয়স এক হস্তমাত্র বৃদ্ধি করিতে পারে ? আর বস্ত্রের নিমিত্ত কেন ভাবিত হও? ক্ষেত্রের কানুড় পুষ্পের বিষয়ে বিবেচনা কর , সেগুলি কেমন বাড়ে; সে সকল শ্রম করে না, সূতাও কাটে না; তথাপি আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, শলোমনও আপনার সমস্ত প্রতাপে ইহার একটির ন্যায় সুসজ্জিত ছিলেন না । ভাল, ক্ষেত্রের যে তৃণ আজ আছে ও কাল চুলায় ফেলিয়া দেওয়া যাইবে, তাহা যদি ঈশ্বর এইরূপ বিভূষিত করেন, তবে হে অল্পবিশ্বাসীরা, তোমাদিগকে কি আরও অধিক নিশ্চয় বিভূষিত করিবেন না ? অতএব ইহা বলিয়া ভাবিত হইও না যে, 'কি ভোজন করিব'? 'অথবা কি পান করিব' ? বা 'কি পরিব' ? কেননা পরজাতীয়েরাই এই সকল বিষয় চেষ্টা করিয়া থাকে; তোমাদের স্বর্গীয় পিতা ত জানেন যে, এই সকল দ্রব্যে তোমাদের প্রয়োজন আছে । কিন্তু তোমরা প্রথমে তাঁহার রাজ্য ও তাঁহার ধার্মিকতার বিষয়ে চেষ্টা কর, তাহা হইলে ঐ সকল দ্রব্যও তোমাদিগকে দেওয়া হইবে । অতএব কল্যকার নিমিত্ত ভাবিত হইও না, কেননা কল্য আপনার বিষয় আপনি ভাবিত হইবে ; দিনের কষ্ট দিনের জন্য যথেষ্ট" ।
- রোমীয় ১৫:১৩ "প্রত্যাশার ঈশ্বর তোমাদিগকে বিশ্বাস দ্বারা সমস্ত আনন্দে ও শান্তিতে পরিপূর্ণ করুণ, যেন তোমরা পবিত্র আত্মার পরাক্রমে প্রত্যাশায় উপচিয়া পড়" ।
- ফিলিপীয় ২:৩-৪ "প্রতিযোগিতার কিম্বা অনর্থক দর্পের বশে কিছুই করিও না, বরং নম্রভাবে প্রত্যেকে জন আপনা হইতে অন্যকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর ; এবং প্রত্যেকে জন আপনার বিষয়ে নয়, কিন্তু পরের বিষয়েও লক্ষ্য রাখ"।
- ফিলিপীয় ৪:১৩ "যিনি আমাকে শক্তি দেন, তাঁহাতে আমি সকলই করিতে পারি" ।
- মথি ১৭:২০ "তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন তোমাদের বিশ্বাস অল্প বলিয়া; কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যদি তোমাদের একটি সরিষা-দানার ন্যায় বিশ্বাস থাকে, তবে তোমরা এই পর্বতকে বলিবে, 'এখান হইতে ঐ খানে যাও',আর ইহা সরিয়া যাইবে; এবং তোমাদের অসাধ্য কিছুই থাকিবে না ।

ত্রাণকর্তার (যীশু) প্রথম আগমনের ভবিষ্যবাণী পূর্ণ হয়

ঈশ্বরের বাক্যে ত্রাণকর্তার আগমণের অনেক ভবিষ্য বাণী আছে । ত্রাণকর্তা শিশু হয়ে জগতে আসবেন এবং তবুও ঈশ্বরের পুত্র হবেন । "কেননা একটি বালক আমাদের জন্য জন্মিয়াছেন, একটি পুত্র আমাদিগকে দত্ত হইয়াছে ; আর তাঁহারই স্কন্ধের উপরে কর্তৃত্বভার থাকিবে, এবং তাঁহার নাম হইবে-'আশ্চর্য্যমন্ত্রী, বিক্রমশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা, শান্তিরাজ' ।দায়ূদের সিংহাসন ও তাঁহার রাজ্যের উপরে কর্তৃত্ব বৃদ্ধির ও শান্তির সীমা থাকিবে না, যেন তাহা সুস্থির ও সুদৃঢ় করা হয়, ন্যায় বিচারে ও ধার্মিকতা সহকারে, এখন অবধি অনন্তকাল পর্য্যন্ত । বাহিনীগণের সদাপ্রভুর উদ্যোগ ইহা সম্পন্ন করিবে" (যিশাইয় ৯:৬-৭)

মুক্তিদাতা জন্ম কুমারীর মধ্যে হইতে হবে এবং তাঁকে ইম্মানূয়েল (যার অর্থ "আমাদের সহিত ঈশ্বর) অতএব প্রভু আপনি তোমাদিগকে এক চিহ্ন দিবেন; দেখ, এক কন্যা গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে, ও তাঁহার নাম ইম্মানূয়েল (আমাদের সহিত ঈশ্বর) রাখিবে"। (যিশাইয় ৭:১৪)

মুক্তিদাতা বৈৎলেহমে জন্ম গ্রহণ করবেন এবং ইস্রায়েলের উপরে শাসক হবেন। "আর তুমি, হে বৈৎলেহম-ইফ্রাথা, তুমি যিহূদার সহস্রগণের মধ্যে ক্ষুদ্রা বলিয়া অগণিতা, তোমা হইতে ইস্রায়েলের মধ্যে কর্তা হইবার জন্য আমার উদ্দেশে এক ব্যক্তি উৎপন্ন হইবেন, প্রাক্কাল হইতে, অনাদিকাল হইতে তাঁহার উৎপত্তি"। (মীখা ৫:২)

দুঃখভোগকারী পরিত্রাতা, ঈশ্বরের মেষশাবক ছিলেন যাঁর জীবন পাপের জন্য অর্পিত হয়েছিল।

যিশাইয় ৫২:১৩-১৫

১৩ দেখ, আমার দাস কৃতকার্য্য হইবেন; তিনি উচ্চ ও উন্নত ও মহামহিম হইবেন। ১৪ মনুষ্য অপেক্ষা তাঁহার
আকৃতি, মানবসন্তানগণ অপেক্ষা তাঁহার রূপ বিকার প্রাপ্ত বলিয়া যেমন অনেকে তাঁহার বিষয়ে হতবুদ্ধি হইত-
১৫ তেমনি তিনি অনেক জাতিকে চকিত করিবেন, তাঁহার সম্মুখে রাজারা মুখ বদ্ধ করিবে; কেননা তাহাদের কাছে
যাহা বলা হয় নাই, তাহারা তাহা দেখিতে পাইবে; তাহারা যাহা শুনে নাই, তাহা বুঝিতে পারিবে।

যিশাইয় ৫৩:১-১২

১ আমরা যাহা শুনিয়াছি, তাহা কে বিশ্বাস করিয়াছে? সদাপ্রভুর বাহু কাহার কাছে প্রকাশিত হইয়াছে?

২ কারণ তিনি তাঁহার সম্মুখে চারার ন্যায়, এবং শুষ্ক ভূমিতে উৎপন্ন মূলের ন্যায় উঠিলেন; তাঁহার এমন রূপ কি শোভা নাই যে, তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করি, এবং এমন আকৃতি নাই যে, তাঁহাকে ভালবাসি।

৩ তিনি অবজ্ঞাত ও মনুষ্যদের ত্যাজ্য, ব্যথার পাত্র ও যাতনা পরিচিত হইলেন, লোকে যাহা হইতে মুখ আচ্ছাদন করে, তাহার ন্যায় তিনি অজ্ঞাত হইলেন, আর আমরা তাঁহাকে মান্য করি নাই।

৪ সত্য, অমাদের যাতনা সকল তিনিই তুলিয়া লইয়াছেন, আমাদের ব্যথা সকল তিনি বহন করিয়াছেন; তবু আমরা মনে করিলাম, তিনি আহত, ঈশ্বর কর্তৃক প্রহারিত ও দুঃখার্ত।

৫ কিন্তু তিনি আমাদের অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ধ, আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেন, আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁহার উপরে বর্তিল, এবং তাঁহার ক্ষত সকল দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল।

৬ আমরা সকলে মেষগণের ন্যায় ভ্রান্ত হইয়াছি, প্রত্যেকে আপন আপন পথের দিকে ফিরিয়াছি; আর সদাপ্রভু আমাদের সকলকার অপরাধ তাঁহার উপরে বর্তাইয়াছেন।

৭ তিনি উপদ্রুত হইলেন, তবু দুঃখভোগ স্বীকার করিলেন, তিনি মুখ খুলিলেন না; মেষশাবক যেমন হত হইবার জন্য নীত হয়, মেষী যেমন লোমচ্ছেদকদের সম্মুখে নীরব হয়, সেইরূপ তিনি মুখ খুলিলেন না।

৮ তিনি উপদ্রব ও বিচার দ্বারা অপনীত হইলেন; তৎকালীয়দের মধ্যে কে ইহা আলোচনা করিল যে তিনি জীবিতদের দেশ হইতে উচ্ছিন্ন হইলেন? আমার জাতির অধর্ম প্রযুক্তই তাঁহার উপরে আঘাত পড়িল।

৯ আর লোকে দুষ্টগণের সহিত তাহার কবর নিরূপণ করিল এবং মৃত্যুতে তিনি ধনবানের সঙ্গী হইলেন, যদিও তিনি দৌরাত্ব করেন নাই, আর তাঁহার মুখে ছল ছিল না।

১০ তথাপি তাঁহাকে চূর্ণ করিতে সদাপ্রভুরই মনোরথ ছিল; তিনি তাঁহাকে যাতনাগ্রস্ত করিলেন, তাঁহার প্রাণ যখন দোষার্থক বলি উৎসর্গ করিবে, তখন তিনি আপন বংশ দেখিবেন, দীর্ঘায়ু হইবেন, এবং তাঁহার হস্তে সদাপ্রভুর মনোরথ সিদ্ধ হইবে;

১১ তিনি আপন প্রাণের শ্রমফল দেখিবেন, তৃপ্ত হইবেন; আমার ধার্মিক দাস আপনারজ্ঞান দিয়া অনেককে ধার্মিক করিবেন, এবং তিনিই তাহাদের অপরাধ সকল বহন করিবেন।

১২ এই জন্য আমি মহানদিগের মধ্যে তাঁহাকে অংশ দিব, তিনি পরাক্রমীদের সহিত লুট বিভাগ করিবেন, কারণ তিনি মৃত্যুর জন্য আপন প্রাণ ঢালিয়াদিলেন, তিনি অধর্মীদের সহিত গণিত হইলেন; আর তিনিই অনেকের পাপভার তুলিয়া লইয়াছেন, এবং অধর্মীদের জন্য অনুরোধ করিতেছেন ।

উদ্ধারকর্তা সম্বন্ধে ভবিষ্যবাণীর পূর্ণতা (আংশিক তালিকা)

ভবিষ্যবাণী(পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যবাণী...নূতন নিয়মে পূর্ণ হয়)

-অব্রাহামের বংশ হতে (আদিপুস্তক ১২:২-৩...মথি ১:১; গালাতীয় ৩:১৬)
-যিহূদী বংশ হতে (আদিপুস্তক ৪৯:১০; মথি ১:২)
-দায়ূদের বংশ হতে (২ শমূয়েল ৭:১২-১৬; যিরিমিয়২৩:৫...মথি ১:১)
-কুমারীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন (যিশাইয় ৭:১৪, আদিপুস্তক ৩:১৫...মথি ২:১-১২)
-বৈতলেহেমে জন্ম গ্রহণ করেন (মীখা ৫:২...মথি ২:১-১২)
-তিনিঅনন্ত (মীখা ৫:২; যিশাইয় ৯:৬,৫৩:১০-১১;গীতসংহিতা ১১০:১; যোহন১:১,১৪, ৮:৫৮, ইব্রীয় ১:৮)
-তিনি ঈশ্বরের পুত্র (যিরিমিয় ২৩:৬; যিশাইয় ৯:৬-৭...যোহন ২০:৩১)
-তাঁর সেবা (যিশাইয় ৬১:১; ...লূক ৪:১৬-২১)
-একজন ঘোষক তাঁর পথ প্রস্তুত করেন(যিশাইয় ৪০:৩; মালাখি ৩:১, ৪:৫-৬...মথি ৩:১-৩,১১:৭-১১)
-তিনি মৃদুশীল এবং গর্দভের উপরে উপবিষ্ট (সখরিয় ৯:৯; ...মথি ২১:৫)
-শান্তিময় (যিশাইয় ৫৩:৯...যোহন ১৪:২৭)
-জ্ঞান ও সত্যের পুরুষ (যিশাইয় ৫২:১৩, ৫৩:৯,১১ ...যোহন ১৪:৬)
-ধার্মিক ব্যক্তি (যিশাইয় ৫৩:১১...লূক ২৩:৪৭)
-মহান উচ্চকৃত(যিশাইয় ৫২:১৩; ১৫, ৫৩:১২...ফিলিপীয় ২:৯-১১)
-মূল্যবান কোনের প্রস্তর(যিশাইয় ২৮:১৬; ...১পিতর ২:৬)
-নূতন নিয়মের মধ্যস্থ (যিরিমিয় ৩১:৩১-৩৪; যিশাইয় ৪২:৬-৭;৫৩:১২...ইব্রীয় ১২:২৪)
-নূতন নিয়মের দূত(মালাখি ৩:১; মথি ২৬:২৮)
-রাজা(গণনা পুস্তক ২৪:১৭; যিরিমিয় ২৩:৫, গীতসংহিতা ২:৬...মথি ২১:৫)
-ভবিষ্যবক্তা (দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১৫-১৯; প্রেরিত ৩:২২)
-পুরোহিত(গীত সংহিতা ১১০:৪...ইব্রীয় ৫:৫-১০)
-সকলে ত্যাগ করিল(গীতসংহিতা ১১৮:২২; যিশাইয় ৫৩:৩, মথি ২১:৪২)
-তিনি দুঃখভোগ করিলেন(যিশাইয় ৫৩:৩-৪,৫,৭,১১ ...লূক ১৮:৩১-৩৩)
-তাঁর দুঃখ ভোগে শান্তি ও সুস্থতা এল(যিশাইয় ৫৩:৫...প্রেরিত ১০:৩৬;১ম পিতর ২:২৪)
-তাঁর দেহ ছেদিত হয়েছিল(সখরিয় ১২:১০, যিশাইয় ৫৩:৫;...যোহন ১৯:৩৪, ২০:২৫,২৭)
-কোন অস্থি ভাঙ্গেনি(গীতসংহিতা ৩৪:২০; গণনাপুস্তক ৯:১২; যাত্রাপুস্তক ১২:৪৬...যোহন ১৯:৩৩-৩৬)
-তাঁর বস্ত্রের জন্য গুলিবাট হয়(গীতসংহিতা ২২:১৮, ...মথি ২৭:৩৫)
-তিনি বিকার প্রাপ্ত হয়েছিলেন (যিশাইয় ৫২:১৪...যোহন ১৯:১-৩,১৮)

-তিনি চূর্ণ হলেন (যিশাইয় ৫৩:৫...যোহন ১৯:১)

-ঈশ্বরের মেষশাবক (যিশাইয় ৫৩ঃ৭...যোহন ১ঃ২৯)

-তিনি পাপের জন্য বলী হলেন (যিশাইয় ৫৩:১০...২ করিন্থীয় ৫:২১; রোমীয় ৮:৩-৪)

-জগতের পাপ তুলে নিলেন (যিশাইয় ৫৩:৪-৬,৮,১১-১২...ইব্রীয় (৯:২৮; ১ম পিতর ২:২৪)

-তাঁর মৃত্যু (যিশাইয় ৫৩:৮-৯,১২, দানিয়েল ৯:২৫-২৭, সখরিয় ১৩:৭ ...যোহন ১৯:১৮)

-তাঁর পুনরুত্থান (গীতসংহিতা ১৬:১০...মথি ২৮:৬, প্রেরিত ২:২২-৩৬, ১৩:৩২-৩৭)

-তাঁর স্বর্গারোহন (গীতসংহিতা ৬৮:১৮...প্রেরিত ১:৯-১১, ইফিষিয় ৪:৮)

-উদ্ধার কর্তা, যীশু খ্রীষ্ট "রাজাদের রাজা এবং প্রভুদের প্রভু" মহা ক্লেশের পরে তাঁর লোকেদের উদ্ধার করতে,দুষ্টদের বিচার করতে এবং তাঁর এই পৃথিবীর রাজ্যে রাজত্ব করতে পৃথিবীতে ফিরে আসবেন(প্রকাশিত বাক্য ১৯-২০ অধ্যায়, যিশাইয় ৩৪:১-১৭; ৬৬:১৫-১৭; দানিয়েল ১২:১-১৩; যোয়েল ২:২৮-৩২; ৩:১-১৭, সখরিয় ১২-১৪ অধ্যায়; মথি ২৫:৩১-৪৬; লূক ১৭:২০-৩৭; ২ থিষলনীকিয় ১:১-১২; তীত ২:১১-১৪)

স্বর্গদূত

স্বর্গদূতদের আত্মিক দেহ,তাদের ঈশ্বর তাদের সৃষ্টি করেছেন "তাঁর সেবার জন্য।তারা সেবাকারী আত্মা, যারা পরিত্রাণের অধিকারী তাদের সেবার জন্য এদের পাঠান হয়েছে"(ইব্রীয় ১:১৪)। স্বর্গদূতেরা ঈশ্বরের লোকেদের কাছে বিশেষ সংবাদ নিয়ে আসে (আদিপুস্তক ২২:১১, বিচারকর্তৃগণ ১৩:৩-৫; সখরিয় ২:১-৬; লূক ১:১১-২০, ২৬-৩৮; মথি ২৮:১-৭)। তারা বুদ্ধিমান, অতি শক্তিশালী এবং প্রায়ই রক্ষা করেন এবং সাহায্য করেন (আদিপুস্তক ১৯:১৫-১৭, ৪৮:১৬; যাত্রাপুস্তক২৩:২০-২৩, ২ শমূয়েল ১৪:২০; ১ম রাজাবলী ১৯:৫-৭; প্রেরিত ৫:১৯, ১২:৭-১১)

। স্বর্গদূতেরা ঐশ্বরিক বিচারকে বহনের দ্বারা ঈশ্বরের সেবা করে (আদিপুস্তক ১৯:১২-১৩; ২য় শমূয়েল ২৪:১৫-১৭; ২য় বংশাবলী ৩২:২১)। শেষের সময়ে , স্বর্গদূতেরাও অগণিত বিচার নিষ্পন্ন করার জন্য ব্যাবহৃত হবে (মথি ১৩:৪০-৪২; ৪৯-৫০; ২য় থিষলনীকিয় ১:৬-৮, প্রকাশিত বাক্য ৬:১-১৭, ৮:১-১৩,৯:১-২১,১১:১৫-১৯, ১৫:১-১৬:২১) প্রায় স্বর্গদূতদের ঈশ্বরকে ভক্তি এবং গৌরব এবং প্রশংসা করার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে (গীতসংহিতা ১০৩:২০-২১; প্রকাশিত বাক্য ৫:১১-১২)

"পরে আমি দৃষ্টি করিলাম, এবং সেই সিংহাসনের ও প্রাণিবর্গের ও প্রাচীনবর্গের চারিদিকে অনেক দূতের রব শুনিলাম; তাঁহাদের সংখ্যা অযুত গুণ অযুত ও সহস্র গুণ সহস্র । তাঁহারা উচ্চৈস্বরে কহিলেন, 'মেষশাব, যিনি হত হইয়াছিলেন, তিনিই পরাক্রম ও ধন ও জ্ঞান ও শক্তি ও সমাদর ও গৌরব ও ধন্যবাদ, এই সকল গ্রহণ করিবার যোগ্য'।(প্রকাশিত বাক্য ৫:১১-১২)

- মথি ১৮: ১০ "দেখিও, এই ক্ষুদ্রগণের মধ্যে একটিকেও তুচ্ছ করিও না ; কেননা আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তাহাদের দূতগণ স্বর্গে সতত আমার স্বর্গস্থ পিতার মুখ দর্শন করেন" ।
- যাত্রাপুস্তক ২৩:২০ "দেখ, আমি পথে তোমাকে রক্ষা করিতে, এবং আমি যে স্থান প্রস্তত করিয়াছি, সেই স্থানে তোমাকে লইয়া যাইতে তোমার অগ্রে অগ্রে এক দূত প্রেরণ করিতেছি" ।
- ২য় শমূয়েল ২৪:১৬ "আর যখন দূত যিরূশালেমে বিনষ্ট করিতে তৎপ্রতি হস্তবিস্তার করিলেন, তখন সদাপ্রভু সেই বিপদের জন্য অনুশোচনা করিয়া সেই লোকবিনাশক দূতকে কহিলেন, যথেষ্ট হয়েছে, এখন তোমার হস্ত সঙ্কুচিত কর"। তখন সদাপ্রভুর দূত যিবূষীয় অরৌণার থামারের নিকটে ছিলেন ।

- ২য় রাজাবলি ১৯:৩৫ “পরে সেই রাত্রিতে সদাপ্রভুর দূত যাত্রা করিয়া অশূরীয়দের শিবিরে এক লক্ষ পঁচাশী সহস্র লোককে বধ করিলেন; লোকেরা প্রত্যূষে উঠিল আর দেখ, সমস্তই মৃত দেহ” ।
- লূক ২:৮-১৫ “ঐ অঞ্চলে মেষপালকেরা মাঠে অবস্থিতি করিতেছিল, এবং রাত্রিকালে আপন আপন পাল চৌকি দিতে ছিল । আর প্রভুর এক দূত তাহাদের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং প্রভুর প্রতাপ তাহাদের চারিদিকে দেদীপ্যমান হইল; তাহাতে তাহারা অতিশয় ভীত হইল । তখন দূত তাহাদিগকে কহিলেন, ভয় করিও না, কেননা দেখ, আমি তোমাদিগকে মহানন্দের সুসমাচার জানাইতেছি; সেই আনন্দ সমুদয় লোকেরই হইবে; কারণ অদ্য তোমাদের জন্য ত্রাণকর্তা জন্মিয়াছেন; তিনি খ্রীষ্ট প্রভু ।আর তোমাদের জন্য ইহাই চিহ্ন, তোমরা দেখিতে পাইবে একটি শিশু কাপড়ে জড়ান এবং যাবপাত্রে শয়ান রহিয়াছে । পরে হঠাৎ স্বর্গীয় বাহিনীর এক বৃহৎ দল ঐ দূতের সঙ্গী হইয়া ঈশ্বরের স্তব গান করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, ঊর্দ্ধলোকে ঈশ্বরের মহিমা, পৃথিবীতে [তাঁহার] প্রীতিপাত্র মনুষ্যদের মধ্যে শান্তি” । দূতগণ তাহাদের নিকট হইতে স্বর্গে চলিয়া গেলে পর মেষপালকেরা পরস্পর কহিল, “চল, আমরা একবার বৈৎলেহেম পর্য্যন্ত যাই, এবং এই যে ব্যাপার প্রভু আমাদিগকে জানাইলেন , তাহা গিয়া দেখি” ।

শয়তান (দিয়াবল, লুসিফার) এবং দিয়াবলের দূত

পুরাতন এবং নূতন নিয়ম শয়তানের অস্তিত্বকে স্পষ্টভাবে দেখায় । সর্ব প্রথমে শয়তানকে সর্পের বেশে, আদিপুস্তক ৩ অধ্যায়ে দেখা যায় । তার উপস্থিতি নূতন নিয়মে আরো বেশী ভাবে প্রকাশিত হয় । শয়তান স্বর্গ থেকে পতিত দূত (যিহিষ্কেল ২৮, যিশাইয় ১৪)। তার পাপের জন্য (অহঙ্কার), ঈশ্বরের সামনে থেকে তাকে নীচে ফেলে দেওয়া হয় (যিহিষ্কেল ২৮:১৬) দিয়াবলের দূতেরা তার থেকে নীচু স্তরে আছে এবং শয়তানের অধীনে আছে । শয়তান এবং তার দূতেরা তারা বুদ্ধিমান, শক্তিশালী, রোগে আক্রান্ত করে, মনকে লুব্ধ করতে পারে, লোককে ঠকাতে পারে এবং এমনকি সমস্ত জাতিকে ঠকাতে পারে (মথি ৮:১৬, ১২:২৪, ২৫:৪১, প্রকাশিত বাক্য ১২:৭, ১৬:১৪; লূক ১০:১৭,২০, ১৩:১১,১৬; মার্ক ১:২৪, ৫:৩-৪; ১ম তিমথীয় ৪:১; আদিপুস্তক ৩:১-৫; ১ম থিষলনীকিয় ৩:৫)

- যাকোব ৪:৭ “অতএব তোমরা ঈশ্বরের বশীভূত হও; কিন্তু দিয়াবলের প্রতিরোধ কর, তাহাতে সে তোমাদের হইতে পলায়ন করিবে” ।
- ১ম পিতর ৫:৮-৯ “তোমরা প্রবুদ্ধ হও, জাগিয়া থাক; তোমাদের বিপক্ষ দিয়াবল, গর্জ্জঙ্কারী সিংহের ন্যায়, কাহাকে গ্রাস করিবে, তাহার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে । তোমরা বিশ্বাসে অটল থাকিয়া তাহার প্রতিরোধ কর; তোমরা জান, জগতে অবস্থিত তোমাদের ভ্রাতৃবর্গেও সেই প্রকার নানা দুঃখভোগ সম্পন্ন হইতেছে”।
- ২য় করিন্থীয় ১১:১৪ “আর ইহা আশ্চর্য্য নয়, কেননা শয়তান আপনি দীপ্তিময় দূতের বেশ ধারণ করে” ।
- প্রকাশিত বাক্য ২০:১০ “আর তাহাদের ভ্রান্তিজনক দিয়াবল “অগ্নি ও গন্ধকের” হ্রদে নিক্ষিপ্ত হইল, যেখানে ঐ পশু ও ভাক্ত ভাববাদীও আছে; আর তাহারা যুগপর্য্যায়ে যুগে যুগে দিবারাত্র যন্ত্রণা ভোগ করিবে” ।

বাইবেলের পরিচয় পত্র

বাইবেল পরমেশ্বরের বাক্য এবং বিশ্বাস ও জীবনের সর্বশেষ অধিকার। প্রত্যেকটি শব্দ ঈশ্বরের প্রেরণা, এবং এর মৌলিক শাস্ত্রলিপির মাঝে কোন ভুল নাই(২য় তীমথিয় ৩:১৬-১৭, ২য় পিতর ১:২০-২১; মথি ৫:১৮, রোমীয় ১৫:৪)

“ঈশ্বর-নিশ্বসিত প্রত্যেক শাস্ত্রলিপি আবার শিক্ষার, অনুযোগের, সংশোধনের, ধার্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসনের নিমিত্ত উপকারী, যেন ঈশ্বরের লোক পরিপক্ক, সমস্ত সৎকর্মের জন্য সুসজ্জীভূত হয়” (২য় তীমথিয় ৩:১৬-১৭)

বাইবেল অদ্বিতীয়। এই পুস্তকটি চল্লিশ জন বিভিন্ন লেখকের দ্বারা ১৫০০ বৎসর ধরে বিভিন্ন সময়ে লেখা হয়েছে। বাইবেলের এই ছেষট্টটি পুস্তক তিনটি বিভিন্ন ভাষায় লেখা হয় (ইব্রীয়, আরবি ভাষা, এবং গ্রীক) তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মহাদেশে(এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপ)। ঈশ্বর কে? আমরা কি ভাবে পরিত্রাণ পেতে পারি, এবং কি ভেবে আমাদের চিন্তা, বাক্য এবং কজের দ্বারা তাঁর গৌরব করতে পারি, বাইবেলতো আমাদের কাছে প্রকাশ করে।

পুরাতন নিয়মে সব শুদ্ধু উনচল্লিশটি বই আছে যাতে পৃথিবী এবং মানুষের সৃষ্টি, মানবের পাপে পতন, জলপ্লাবন, অব্রাহামের জীবন, ইস্হাক এবং যাকোব, মিশরের দাসত্ব থেকে ঈশ্বরের লোকেদের উদ্ধার, ইস্রায়েল জাতির জন্ম, সিনয় পর্বতে আজ্ঞা দান, কনান দেশে অধিকার (প্রতিজ্ঞার দেশ), বিচারকর্তৃগণের সময়, প্রথম রাজা, (শৌল,দায়ূদ এবং শলোমন)প্রথম মন্দির (শলোমনের) ,ইস্রায়েলের উত্তর ভাগের রাজ্য (ইস্রায়েল) এবং দক্ষিণ ভাগের রাজ্য (যিহূদা),অসরীয়দের দ্বারা ইস্রায়েলীয়রা বন্দী , বাবিলোনীয়দের দ্বারা মন্দিরের বিনাশ এবং যীহুদাদের বন্দী, যিহুদীরা যিরুশালেমে ফিরে আসে এবং দ্বিতীয় মন্দির উৎসর্গ করে (সরুব্বাবিল)। সিনয় পর্বতে ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের সাথে যে চুক্তি করেছিলেন তার উপরে ভিত্তি করেই সব কিছুর আলোকপাত হয়। পুরাতন নিয়মে প্রথম থেকে শেষ অবধি একজন উদ্ধার কর্তার আগমনের, পরিত্রাতার, এবং নূতন এক চুক্তিপত্রের বিষয়েই ভবিষ্যবাণী হতে থাকে।এই সকল ভবিষ্যবাণীর পূর্ণতাই নূতন নিয়মের কাহানী। পুরাতন নিয়মের শেষ ভবিষ্যবক্তা মালাখি এবং পরিত্রাতার(যীশু) জন্মের মাঝে ৪০০ বছরের ব্যাবধান আছে।

নূতন নিয়মে ২৭টি পুস্তক আছে যা খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় ৩৫ বৎসর পর থেকে ৯৫ বৎসরের মাঝে লেখা। উদ্ধারকর্তার নূতন চুক্তির ভিত্তিতে ঈশ্বরের সাথে মানবের নূতন সম্পর্কের বিষয়েই নূতন নিয়ম ব্যাখা করেছে (যিরমিয় ৩১:৩১-৩৪, লূক ২২:১৪-২০; ২য় করিন্থীয় ৩:৬-১১)। পুরাতন চুক্তি নিয়মের পবিত্র মানদণ্ডে ঈশ্বরের পবিত্রতাকে প্রকাশ করে এবং একজন উদ্ধার কর্তার আগমনের প্রতিজ্ঞা করে ; নূতন চুক্তি ঈশ্বরের পবিত্রতাকে তাঁর পবিত্র পুত্রের(যীশু)দ্বারা দেখায়। তাই নূতন নিয়ম সেই নূতন চুক্তির লিখিত বিষয় গুলি প্রকাশ করে। নূতন নিয়মের বার্তা উদ্ধার কর্তাকে কেন্দ্র করেই জুড়ে আছে, যিনি তাঁর জীবনকে পাপের জন্য (যিশাইয় ৫৩:১০, মথি ২৬:২৮) এবং লোক (মণ্ডলী)যারা তাঁর উদ্ধারকে গ্রহণ করেছে। তাই নূতন নিয়মের মধ্যের বিষয়বস্তু হল পরিত্রাণ। সুসমাচার পরিত্রাকে (যীশু) পরিচয় করায়। প্রেরিতে তাঁর পরিত্রাণের শুভ সংবাদ ছড়িয়ে যাওয়ার বিষয় ব্যাখ্যা করে। নূতন নিয়মের বাকী অংশে পরিত্রাণের ধন্যতার বিষয় বিস্তৃত ভাবে দেখায়।

বাইবেলের নূতন নিয়মের পুস্তক গুলি

পুস্তকের নাম-বিষয় বস্তু-সাহায্যকারী পদ

চারটি সুসমাচার এবং প্রেরিত – যীশুর জীবন, মণ্ডলীর জন্ম, খ্রীষ্টানদের তাড়না, খ্রীষ্টীয় ধর্মের বিস্তার-

- মথি – যীশু রাজা – জন্ম ১-২; বাপ্তিস্ম ৩, পর্বতে দত্ত উপদেশ ৫-৭, প্রার্থনা ৬:৫-১৩, দুঃখ ভোগ ৬:২৫-৩৪, শেষ সময় ২৪-২৫, ক্রুশারোপণ ২৭:২৭-৬৬, পুনরুত্থান ২৮:১-১০, মহান আজ্ঞা ২৮:১৯-২০
- মার্ক – যীশু দাস রূপে-১০:৪৫, শেষ সময় ১৩, ক্রুশারোপণ ১৫:২১-৪৭, পুনরুত্থান ১৬:১-৮
- লূক- যীশু মনুষ্যের পুত্র- ১৯:১০, ২৪:৪৬-৪৮, জন্ম ১-২, বাপ্তিস্ম ৩:১-২২, নিস্বার্থ প্রেম ৬:২৭-৩৮, শেষ সময় ১৭:২০-৩৭, ২১:৫-৩৬, ক্রুশারোপণ ২৩:২৬-৫৬, পুনরত্থান ২৪:১-১২
- যোহন – যীশু ঈশ্বরের পুত্র -২০:৩১, আদিতে ১:১-১৮, বাপ্তিস্ম ১:১৯-৩৪, ক্রুশারোপণ ১৯:১৭-২৪, পুনরুত্থান ২০:১-১৮।
- প্রেরিত – মণ্ডলীর জন্ম, বৃদ্ধি এবং তাড়না -১:১-১১, মণ্ডলীর জন্ম ২, তাড়নার শুরু ৪, স্তিফেন প্রথম বিশ্বাসীর হত্যা ৬:৮-৮:৩, পৌলের মন পরিবর্তন ৯:১-৩১, পরজাতিয়দের মন পরিবর্তন৯:৩২-১০:৪৮, পৌলের বন্দীত্ব ২১:২৭-২২:৯

প্রেরিত পৌলের পুস্তক

- রোমীয়- বিশ্বাসের দ্বারা পরিত্রাণ- ঈশ্বরের ক্রোধ ১:১৬-৩২, ধার্মিকতা ৩:২১-৩১, ৫:১-২১। নিরন্তর পাপ ? ৬, ঈশ্বরের সদগুণ ৮:২৬-৩৯, বিশ্বাসের দ্বারা পরিত্রাণ ১০:১-১৭, আপনার মনের নূতনীকরণ ১২:১-৮
- ১ম করিন্থীয় –সংশোধন – ৬:১৯-২০, বিবাহ ৭, প্রলোভন ১০:১২-১৩,৩১, আত্মিক দান ১২:১-১৪ঃ৪০, প্রেমের বর্ণনা ১০:১-১৩, সুসমাচারের বর্ণনা-১৫:১-৫, রূপান্তরীকৃত ১৫:৫১-৫৮, দান ১৬:২
- ২য় করিন্থীয়- খ্রীষ্টীয় সেবা-৪:১৬-১৮, ১৩:৫,১৪; পুনরুত্থানের আশ্বাসন ৫:১-৯,যীশুর বিচার সিংহাসন ৫:১০-১৩, যীশুর প্রেম ৫:১৪-২১, দান ৮:১-৯,১৫; পৌলের দর্শন ১২:১-১০
- গালাতীয় –কানুন থেকে স্বাধীনতা –বিশ্বাসের দ্বারা পরিত্রাণ ২:১৬-৪:৩১, স্বাধীনতা ৫:১-৫, আত্মার ফল ৫:১৬-২৬,ভ্রাতাদের অপরাধ ৬:১-৫
- ইফিষীয় –যীশুর দেহকে গঠন করা-মনোনীত এবং নিরূপিত ১:৩-২৩, অনুগ্রহের দ্বারা পরিত্রাণ ২:১-১০, যীশুর দেহ ২:১১-৪:৬, আত্মিক দান ৪:৭-১৬, বিশ্বাসীদের অভ্যাস ৪:১৭-৬:৯, বিবাহ এবং পরিবার ৫:২২-৬:৪; ঈশ্বরে দৃঢ় হও ৬:১০-২০
- ফিলিপীয় – যীশুতে জীবিত থাকা-১:৬, ২১, ৩:৮, নম্রতা ২:১-১৮, ভাবনা ৪:৬-৮, পরিস্থিতিতে শান্ত থাকা ৪:১০-২৩

- কলসীয় – যীশুর প্রাধান্য এবং পর্যাপ্ত –যীশুর চরিত্র ১:১৫-২৩, পৌলকে যীশু ক্ষমতা দনে:২৪-২৯, খ্রীষ্টীয় ধর্মরে পদোন্নতি ২; অহ্বানরে পদোন্নতি ৩:১-৪:৬, পরবিাররকি জীবন ৩:১৮-২১
- ১ম থিষলনীকিয় – যীশুর আগমনরে অপক্ষোর সময়ে পবত্রিতা- ঈশ্বরে বৃদ্ধি পাওয়া ৩:৯-১৩, রূপান্তরণ এবং শষে সময় ৪:১৩-৫:১১, আনন্দ, প্রার্থনা, ধন্যবাদ ৫:১৬-১৮
- ২য় থিষলনীকিয় – যীশুর আগমনরে অপক্ষোর সময়ে অবচিলিত থাকা-শষে সময়রে বচিার এবং মুক্তি ১:৩-১২, যথচ্ছোচারি মানুষ ২:১-১৩, দৃঢ়তার সাথে দাঁড়ান ২:১৩-১৭
- ১ম তীমথিয় – নতেৃত্বরে সারগ্রন্থ এবং মন্ডলীতে ব্যাবহার- ১:৫-৬, আরাধনা করার নর্িদশে ২:১-১৫, অধ্যক্ষ এবং প্রচারকদরে শক্ষিার মাপদণ্ড ৩:১-১৬, বধিবা এবং প্রাচীন ৫:১-২৫, ধন এবং ঈশ্বরত্ব ৬:৬-১৯
- ২য় তীমথিয় –সবোর কার্যে ধর্যৈ -১:৭, ৩:১৬-১৭, সাহস এবং বশি্বস্ততা ১:৮-১৮, যীশুর সনৈ্য ২:১-২৬, শষেরে দনি ৩:১-৯, তাড়না ৩:১০-১৫, ন্যায়নষ্ঠিার মুকুট ৪:৬-৮
- তীত–চরত্রিরে সারগ্রন্থ –মণ্ডলীর প্রাচীন ১:৫-৯, অনুগ্রহ ২:১১-১৫, অনুগ্রহরে দ্বারা রক্ষা ৩:৫-৭
- ফলীমন –ক্ষমা –ওনীষমিরে জন্য পৌলরে অনুরোধ ১:৮-২১

পতির,যোহন,যাকোব এবং অন্যদরে লখো পুস্তক

- ইব্রীয় –যীশুর শ্রষ্ঠেতা -৪:১২, ১২:১-২, মল্কীষদেক পুরোহতি এবং নূতন চুক্তি ৭:১-৮:১৩, প্রথম চুক্তি এবং নূতন চুক্তি ৯:১-১০:৩১, বশি্বাসরে ব্যাখ্যা ১১
- যাকোব – বশি্বাস যা কাজ করে- পরীক্ষ ও প্রলোভন ১:২-১৮, শোনা এবং করা ১:১৯-২৭, বশি্বাস এবং কর্ম- ২:১৪-২৬, জীভকে অনুগত করা ৩;১-১২, সত্য জ্ঞান ৩:১৩-১৮, জাগতকিতা ৪
- ১ম পতির – যীশুর জন্যে দুঃখ লাভ – জীবন্ত আশা ১:৩-১২, পবত্রি হও ১:১৩-২৫, ববিাহ ৩:১-৭, দুঃখভোগ ৩:১৩-৪:১৯, নম্রতা এবং উদ্বগে ৫:৫-৭
- ২য় পতির –ভাক্ত গুরুদরে বরিুদ্ধে-একজনরে আহ্বান এনং মনোনয়ন ১:৩-১১, সুসমাচাররে বষিয়ে ভবষি্যবাণী ১:১২-২১, ভাক্ত গুরু ২, শষে সময় ৩
- ১ম যোহন- সহভাগতিা- সহভাগতিার চারত্রিকি বশৈষ্টি ২:২৮-৩:২৪; সহভাগতিা সম্বন্ধে সাবধানতা ৪, সহভাগতিার পরণিাম ৫
- ২য় যোহন ভাক্ত গুরুদরে এড়য়িে চলা- পরস্পর পরস্পরকে প্রমে কর১:৫-৬, ভাক্ত গুরু ১:৭-১১
- ৩য় যোহন – ঈশ্বররে সন্তানদরে সাথে সহভাগতিা –গায়রেরে প্রভাব ১:২-৮
- যহিূদা –বশি্বাসে পরতৃপ্তিতা- অধর্মচারীদরে পাপ এবং বচিার ১:৩-১৬, অধ্যাবসায়ী হওয়ার জন্য আহ্বান ১:১৭-২৩
- প্রকাশতি বাক্য- প্রভুযীশুর প্রকাশতি বাক্য – সাতটি মণ্ডলীর প্রতি বার্তা-২:১-৩:২২, মুন্দ্রাঙ্কতি বচিার ৬, ১,৪৪০০০ যহিূদী, ৭:১-৮, ১৪:১-৫, তূরীধ্বনীর বচিার ৮:১-৯ঃ২১, ১১:১৫-১৯, দুইজন সাক্ষ (ভবষি্যবক্তা)১১, স্বর্গ এবং পৃথবিীতে যুদ্ধ ১২, পশু ও ভাক্ত ভাববাদী ১৩, বাটরি বচিার ১৫-১৬, মহান বাবলি ১৭-১৮, জগতে যীশুর পুনঃরাগমন ১৯,

একহাজার বৎসর ২০, নূতন আকাশ, নূতন পৃথিবী, নূতন যিরূশালেম ২১:১-২২:৫, শেষ কথা ২২:৬-২১

বাইবেলের পুরাতন নিয়মের পুস্তক

পুস্তকের নাম-বিষয় বস্তু-সাহায্যকারী পদ

পাঁচটি পুস্তক-মোশির পাঁচটি পুস্তক (তোহরার নিয়ম)

- আদিপুস্তক –প্রারম্ভ-সৃষ্টির প্রারম্ভ -১-২, পতন ৩:১-২৪; নোহ এবং জলপ্লাবন ৬-৯, বাবিলের ভাষাভেদ ১১:১-৯, অব্রাহামের ইতিহাস ১১:২৭-২৫:১১, অব্রাহামের আহ্ববান ১২:১-৯, অব্রাহামের সাথে ঈশ্বরের চুক্তি ১৫:১-২১, ইসহাকের ইতিহাস ২১-২৫, যাকোব এবং এষৌ ২৫:১৯-৩৬:৪৩, যাকোবের বারো পুত্র ২৯-৫০, যোষেফের ইতিহাস ৩৭-৫০
- যাত্রা পুস্তক –মিশর হতে উদ্ধার-ইস্রায়েলে মিস্রীয়দের দাসত্বে ১:১-১২:৩৬, মোশির প্রস্তুতি এবং আহ্বান ২-৪, ঈশ্বর মোশিকে ফরৌণের কাছে পাঠালেন ৫:১-৭:১৩, আঘাত ৭:১৪-১২:৩৬, প্রথম নিস্তারপর্ব ১২:১-৩৬, মিশর হতে প্রস্থান ১২:৩৭-৫১, সিনয় পর্বতে ইস্রায়েলীয়দের যাত্রা ১২:৩৭-১৮:২৭, ঈশ্বর ব্যবস্থা দেন ১৯-২৪, আবাস তাম্বু২৫-৩১, ৩৫-৪০, ঈশ্বরিক নিয়ম ভঙ্গ ৩২-৩৪
- লেবীয় পুস্তক – পবিত্রতা-বলিদান ১-১৭, পবিত্রকরন ১৮-২৭
- গণনা পুস্তক –দীর্ঘ ভ্রমণ –ইস্রায়েলীয়দের বচসা ১১-১২, কনানে চরের প্রবেশ ১৩, ইস্রায়েলীয়দের বিদ্রোহ ১৪, ঈশ্বরের নানা প্রকার বিধি ও শাস্তি ১৫-২০
- দ্বিতীয় বিবরণ –চুক্তি– দশ আজ্ঞা ৫:৬-২১, আজ্ঞাপালনের অনুরোধ ৬:৪-৯, আশীর্বাদ এবং অভিশাপের প্রতিজ্ঞা ২৮, পলেস্তিয়দের চুক্তি ২৯-৩০, মোশির মৃত্যু ৩৪

ইতিহাস বই –বারোটি বই

- যিহোশূয়-জয় এবং বিভাগ -১:৮-৯, কনান দেশে প্রবেশ ১-৫, কনান দেশে জয় করা ৬-১২, কনান দেশকে বিভাগ করা ১৩-২৪
- বিচারকর্তৃগণ –চক্র-দেবোরা এবং বারাক ৪-৫, গিদিয়নের উদ্ধার ৬-৮, যিপ্তহ ১০:৬-১২:৭, শিমশন ১৩-১৬
- রূতের বিবরণ – জ্ঞাতি-উদ্ধারকর্তা- রূতের দ্বায়িত্বগ্রহণ ১:১৬-১৭, জ্ঞাতি বোয়স-উদ্ধারক ২-৪
- ১ম শমূয়েল-শমূয়েল, শৌল, দায়ূদ- শমূয়েল শেষ বিচারকর্তা ১-৮, শৌল, ইস্রায়েলীয়দের প্রথম রাজা ৯-৩১, দায়ূদের অভিষেক ১৬, দায়ূদ গলিয়াৎকে পরাজিত করেন ১৭, শৌলের উপরে দায়ূদের বৃদ্ধি ১৭-৩১
- ২য় শমূয়েল –দায়ূদ –ইস্রায়েলের উপর দায়ূদ রাজা হন ৫, দায়ূদের পাপ ১১, অবশালোমের বিদ্রোহ ১৪-১৮

- ১ম রাজাবলি – রাজ্য বিভাগ – শলোমন ইস্রায়েলের রাজা হন ১:১-৩:১, শলোমনের জ্ঞান, প্রশাসন এবং যশ ৩:২-৪:৩৪, ৯:১-৯, শলোমনের মন্দির ৫-৮, শলোমনের পতন ১১, রাজ্য বিভক্ত (ইস্রায়েল এবং যিহূদা) ১২-২২, এলিয় ১৭-১৯,২১
- ২য় রাজাবলি– ইস্রায়েল ও যিহূদার পতন এবং বন্দিত্ব- রাজ্য বিভাগ ১-১৭, ইলীশায় ২-৯, অশূরীয় ইস্রায়েলকে হারায়, বন্দিকরে ১৭, হিষ্কিয় রাজার রাজত্ব ১৮-২০, বাবিল যিহূদাকে হারায় (বন্দিকরে)এবং মন্দির ধ্বংশ করে ২৪-২৫
- ১ম বংশাবলী –দায়ূদ রাজার রাজত্ব –দায়ূদের অভিষিকে এবং রাজত্ব ১০-২৯, শলোমেন রাজাহন এবং দায়ূদ রাজার মৃত্যু ২৯:২২-৩০
- ২য় বংশাবলী- যিহূদার যাজকীয় দর্শন -৭:১৪, ১৬:৯, শলোমনের রাজত্ব ১-৯, জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য শলোমনের প্রার্থনা ১:১৭-১২, শলোমনের মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ৫-৭, যিহূদার রাজাগণ ১০-৩৬
- ইষ্রা – মন্দির-যিহূদা সরুবাবিলের অধিকারে ফিরে আসে ১-৬, মন্দির (দ্বিতীয়) গঠন ৩-৬, ইষ্রার অধীনে ফিরে আসে ৭-১০
- নহিমিয়- যিরূশালেমের প্রাচীর- নহিমিয়ের নেতৃত্বে মন্দির স্থাপন ১-৭, ইষ্রার নেতৃত্বে নূতন চুক্তি ৮-১০
- ইষ্টের – দূরদর্শিতা- ৪:১৪, ইষ্টেরের আবিষ্কার ২:১-২০, মর্দখয়ের ভক্তি ২:২১-২৩, হামানের উন্নতি ৩, ঈশ্বরের সন্তানদের উদ্ধার ৬-১০

কবিতার পুস্তক – পাঁচটি পুস্তক

- ইয়োব –সর্বোচ্চ- ইয়োবের আকস্মিক দুর্ঘটনা ১-২, ইয়োবের তর্ক-বিতর্ক ৩-৩৭, ইয়োবের মুক্তি ৩৮-৪২
- গীতসংহিতা-আরাধনা- প্রধ্যান অধ্যায় ১,২২,২৩,২৪,৩৭,৭২, ১০০,১১৯, ১২১ এবং ১৫০
- হিতোপদেশ – জ্ঞান- ২:৬,৩:৫,৬, ৮:১৩, ৯:১০, ১৫:১, ১৭:২২, ২২:৬, ২৩:৭, ২৭:১৭ হিতোপদেশের উদ্দেশ্য ১:১-৭, যুবক দের জন্য হিতোপদেশ ১:৮-৯:১৮, শলোমনের হিতোপদেশ ১০-২৯, মহান চরিত্রের স্ত্রী ৩১:১০-৩১
- উপদেশক-অসার- সব কিছু অসার ১:১-৩, জীবনকে উপভোগ করুন এটা ঈশ্বরের দান ৩:১২-১৩, ৩:২২,৫:১৮-১৯,৮:১৫, ৯:৭-৯, ঈশ্বর কে ভয় করুন এবং তাঁর আজ্ঞা পালন করুণ ১২:১৩-১৪
- পরমগীত – প্রেম- বিবাহের পূর্বের প্রেম ১-৩, শলোমন তাঁর বধূর প্রশংসা করেন ৪::-১৫, প্রেম সম্বন্ধে ক্লান্তি ৫:২-৮:১৪

ভাববাণী সম্বন্ধীয় পুস্তক - সতেরটি পুস্তক

- যিশাইয় – পরিত্রাণ –দণ্ডাজ্ঞা সম্বন্ধীয় ভবিষ্যি বাণী ১-৩৯, উদ্ধারকর্তার দুঃখভোগ এবং জয় ৫২:১৩-৫৩ঃ১২, শ্বান্তনার ভবিষ্যিবাণী ৪০-৬৬

- যিরমিয় –যিহূদার শেষ মুহুর্ত- যিরমিয়ের আহ্বান ১, নূতন চুক্তি ৩১:৩১-৩৪, যিহূদার প্রতি ভবিষ্যবাণী ২-৪৫, পরজাতীয়দের জন্য ভবিষ্যবাণী ৪৬-৫১, যিরুশালেমের পতন ৫২
- বিলাপ- বিলাপ-যিরুশালেমের বিনাশ ১, ঈশ্বরের ক্রোধ ২, অনুগ্রহের নিমিত্তে প্রার্থনা ৩, যিরুশালেম অবরোধ ৪, পুনঃরুদ্ধারের জন্য প্রার্থনা ৫।
- যিহিষ্কেল – ইস্রায়েলের পুনঃরুদ্ধারের জন্য প্রার্থনা- যিহিষ্কেলকে ক্ষমতা প্রদান ১-৩, যিহূদার বিচার ৪-২৪, পরজাতীয়দের বিচার ২৫-৩২, ইস্রায়েলের উদ্ধার ৩৩-৪৮
- দানিয়েল- ইস্রায়েলদের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা- দানিয়েলের ইতিহাস ১,অগ্নিকুণ্ড ৩, সিংহের খাদ ৬, পরজাতীয়দের জন্য ভবিষ্যবাণী সম্বন্ধীয় পরিকল্পনা ২-৭, ৭০ সপ্তাহের ভবিষ্যবাণী ৯, ইস্রায়েলের জন্য ভবিষ্যবাণী সমন্ধীয় পরিকল্পনা ৮-১২
- হোশেয় – ইস্রায়েলের জন্য ঈশ্বরের প্রেমনিষ্ঠ ভালবাসা-ব্যাভিচারী স্ত্রী এবং বিশ্বস্ত স্বামী ১-৩, ব্যাভিচারী ইস্রায়েল এবং বিশ্বস্ত ঈশ্বর ৪-১৪
- যোয়েল – ঈশ্বরের দিন- উচ্ছিন্নতা ১:২-২:১৭, উদ্ধার ২:১৮-৩:২১
- আমোষ – ইস্রায়েলের বিচার-আমোষের ভবিষ্যবাণী ১:৩-২:১৬, আমোষের বক্তৃতা ৩-৬, আমোষের দর্শন ৭-৯
- ওবদিয় –ইদোমের বিচার-ইদোমের বিচার ১:১-১৮, ইস্রায়েলের উদ্ধার ১:১৯-২১
- যোনা – নীনবীর পুরনজাগরণ – যোনাকে ক্ষমতা প্রদান ১-২, যোনাকে বৃহৎ মৎস গ্রাস করল ১:১৭, যোনাকে দ্বিতীয়বার ক্ষমতা প্রদান ৩-৪
- মীখা – যিহূদীদের বিচার এবং উদ্ধার- ৬:৮, বিচারের ভবিষ্যবাণী ১-৩,পুনরুদ্ধারের ভবিষ্যবাণী ৪-৫, অনুতাপের জন্য অনুরোধ ৬-৭
- নহূম-নীনোবীর বিচার –নীনবীর বিচারের ঘোষণা ১, নীনবীর ধ্বংসের বর্ণনা ২, নীনবী ধ্বংসের যোগ্য ৩
- হবক্কুক- বিশ্বাস- হবুক্কুকের সমস্যা ১-২, হবক্কুকের প্রশংসা ৩
- সফনিয় –ঈশ্বরের দিনে বিচার এবং পুনরুদ্ধার- বিচারের ভবিষ্যবাণী১:২-৩:৮, আশীর্বাদের ভবিষ্যবাণী ৩:৯-২০
- হগয় – মন্দিরের পুঃনির্মাণ – মন্দির পুনঃনির্মাণের জন্য আহববান(দ্বিতীয়) ১, পরের সময়ে মন্দিরের প্রতপ ২:১-৯, বর্তমানে বাধ্যতার আশীর্বাদ ২:১০-১৯, ভবিষ্যের আশীর্বাদের পতিজ্ঞা ২:২০-২৩
- সখরিয় – উদ্ধার কর্তার আগমনের জন্য প্রস্তুতি- অনুতাপের জন্য আহববান ১:১-৬, সখরিয়ের দর্শন ১:৭-৬:১৫, ভবিষ্যত সম্বন্ধে বোঝ ৯-১৪
- মালাখি-পশ্চাদপদে চলে যাওয়া মনুষ্যদের প্রতি বিনতী –ইস্রায়েলের জন্য ঈশ্বরের করুনা ১:১-৫, ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের অভিযোগ ১:৬-৩:১৫, মনুষ্যের প্রতি ঈশ্বরের দোষী সাবস্ত ৩:১৬-৪:৬

বাইবেলের কালানুসারে ঘটোনা

- ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী নির্মাণ করলেন, আদিপুস্তক ১-২
- মানুষের পতন (পাপে), আদিপুস্তক ৩

    - নোহ এবং জলপ্লাবন, আদিপুস্তক ৬-৯
    - অব্রাহাম, ইস্হাক, যাকোব যোষেফ, আদিপুস্তক ১১-৫০
    - মিশরের দাসত্ব থেকে ঈশ্বরের লোকেদের উদ্ধার, যাত্রাপুস্তক ১-১২
    - ইস্রায়েল জাতির জন্ম, যাত্রাপুস্তক ১২
    - সীনয় পর্বতে আজ্ঞা প্রদান, যাত্রাপুস্তক ১৯-২৪
    - কনান জয় (প্রতিজ্ঞার দেশ), যিহশূয় ৬-১২
    - ইস্রায়েলে বিচারকর্তৃদের সময় ১-২১,১ম শমূয়েল ১-৯
    - শমূয়েল, শেষ বিচারকর্তা, ১ম শমূয়েল ১-২৫
- রাজা শৌল (প্রথম রাজা) রাজত্ব শুরু করেন, ১ম রাজাবলী ১-৩
    - রাজা দায়ূদ তাঁর রাজত্ব শুরু করেন, ২য় শমূয়েল ১-৫
    - রাজা শলোমন তাঁর রাজত্ব শুরু করেন, ১ম রাজাবলী ১-৩
    - যিরূশালেমে প্রথম মন্দির (শলোমনের) উৎসর্গ, ১ম রাজাবলী ৮
    - যিশাইয় থেকে মালাখি ভবিষ্যবক্তার সময়
    - ইস্রায়েল বিভক্ত (ইস্রায়েল উত্তরে, যিহূদীয়া দক্ষিণে), ১ম রাজাবলী ১২
    - অশূরীয়দের দ্বারা ঈস্রায়েলীয়দের বন্দীত্ব ২য় রাজাবলী ১৭
    - বাবিলনীয়দের দ্বারা মন্দির ধ্বংশ এবং যিহূদীরা বন্দী, ২য় রাজাবলী ২৪-২৫
    - যিরূশালেমে যিহুদীদের পুনঃরাগমন, ইষ্রা ১-১০
    - দ্বিতীয় মন্দির (সরুবাব্বিল) উৎসর্গ, ইষ্রা ৬
    - মালাখি, পুরাতন নিয়মের শেষ ভবিষ্যবক্তা, মালাখি ১-৪
    - উদ্ধার (যীশু) বৈৎলেহেমে জন্মান, মথি ২:১-১২
    - যীশু ক্রুশারোপিত,কবরস্থ, এবং পুনরুত্থিত হন, যোহন ১৯:১৮,২০:১-১৮
    - মণ্ডলীর জন্ম (পঞ্চাশত্তমী), প্রেরিত ২
    - খ্রীষ্টান ধর্মের বিস্তার, প্রেরিত ৩-২৮

৯ পরামর্শের উৎস

পরিত্রাণ এবং আত্মিক উন্নতি

www.billygraham.org-দেখুন,“যীশুকে কিভাবে জানবেন

www.cru.org – দেখুন,“ঈশ্বরকে কিভাবে জানবেন”

বাইবেল অধ্যয়ন এবং গবেষণা

www.biblehub.com-বাইবেলের অধ্যয়নের সহচরবৃন্দ

www.biblegate.com-বাইবেল অধ্যয়ন এবং গবেষণা

www.blueletterbible.org – বাইবেল অধ্যয়নের হাতিয়ার

১০ দর্শন এবং সেবা

দর্শন

আমাদের দর্শন সহস্র মানুষ রূপান্তরনের পূর্বে এবং পরে ভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা যেন পরিত্রাণ পায় এবং কার্যকারী হয় আরযারা পিছনে পড়ে আছে, তাদের জন্য সমর্থন এবং প্রার্থনা জানায় ।

সেবা

অপারেশন ট্রিবিউলেশন রেসকিউ সমগ্র জগতে নানা প্রকার যোগাযোগের দ্বারা রূপান্তরণের পূর্বে এবং পরে প্রভু যীশুর শুভ সমাচারকে জানায় । যারা পিছনে পড়ে আছে তাদের কার্যকারী করার জন্য আমরা সকল প্রকার সাহায্য যা তাদের প্রয়োজন শুরু করে মানব জাতির ইতিহাসে সবথেকে বড় পুনর্জাগরণ এনে প্রভুযীশুর সমাদর এবং গৌরবের জন্য উৎসর্গীত হয়েছি। আমরা দেখেছি যে প্রচার করার সর্বাপেক্ষা কার্যকারী উপায় হল সামনা সামনি বলা,এবং একজনের থেকে অন্য জনের শোনা...প্রার্থনায় সকলেই আবৃত্ত হোক ।

১১ সব কিছু আমাদের বিষয়ে

যারা পিছনে পড়ে থাকবে তাদের সম্বন্ধে আহ্বানকে অনুভব করে,২০১০ সালের নভেম্বর মাসে অপারেশন ট্রিবিউলেশন রেসকিউ (OTR) শুরু হয়েছে । ইহা অতি প্রয়োজন যে প্রভু যীশুর আগমনের বিষয় আমরা লোকেদের সচেতন করি, যারা পিছনে পড়ে আছে তাদের কার্যকারী হতে সাহায্য করি এবং সুসমাচার প্রচার করি (প্রভু যীশুর সুসমাচারকে প্রচার করুণ)।এই ওয়েব সাইট,

www. tribulationrescue.comআমাদের সেবার কার্যকে সম্পন্ন করার জন্য OTR এর এক বিশেষ হাতিয়ার । আপনি প্রভুর আগমনের (রূপান্তরনের) কোন তারিখ এই ওয়েব সাইটে দেখতে পাবেন না । বাইবেলে স্পষ্ট ভাবে লেখা আছে, “কিন্তু সেই দিনের ও সেই দণ্ডের তত্ত্ব কেহই জানে না, স্বর্গের দূতগণও জানেনা, পুত্রও জানেনা, কেবল পিতা জানেন” (মথি ২৪:৩৬)। রূপান্তরণের পর, আমাদের লোকেদের সচেতন করা প্রয়োজন যে যীশু আবার এই পৃথিবীতে আসছেন। আর তখন আর কিছু গুপ্ত থাকবে না । বাইবেল জানায় যে ইস্রায়েল এবং খ্রীষ্টারির শান্তি চুক্তি হস্তাক্ষর হওয়ার সাত ভবিষ্যবাণীর বৎসরের (২,৫২০ দায়স; প্রকাশিত বাক্য ১১:২-৩, ১২:৬)পর, যীশু আবার আসবেন ।প্রস্তুত থাকুন !

OTR কোন দান গ্রহণ করে না ।এই সংস্থা স্বেচ্ছাসেবীদের দ্বারাই চালিত হয় । যদি আপনি এই ট্রিবিউলেশন রেসকিউ দলের সাথে যোগ দিতে চান তবে “যোগাযোগ করুন/যুক্ত হন”। আমাদের উদ্দেশ্য হল ট্রিবিউলেশনের দলের সদস্য জগতের প্রত্যেক জাতির মাঝে হোক । এই সেবার জন্য এবং যারা পিছনে পড়ে যাবে অথবা পড়ে আছে প্রার্থনা করুণ

পটভূমিকা

বেশীর ভাগ লোক রূপান্তরণ কি তা বুঝতে পারে না। এটা সাত বৎসর মহাক্লেশে শুরু হওয়ার আগে প্রভু যীশু তাঁর সকল বিশ্বাসীকে স্বর্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য ফিরে আসবেন। রূপান্তরণের পর প্রায় ছয় লক্ষকোটি লোক যারা পিছনে পড়ে থাকবে,তারা ভয় পাবে, হতবুদ্ধি হয়ে যাবে এবং উত্তরের অপেক্ষায় থাকবে।অনেকেই এটা বোঝার জন্য ইন্টারনেটে এবং অন্য অন্য নথিপত্র দেখবে এবং ভাক্ত শিক্ষার দ্বারা ঠকবে। দুর্ভাগ্যবশত, যারা পিছনে পড়ে থাকবে, তাদের, বেশীর ভাগ মণ্ডলী এবং খ্রীষ্টীয় সংঘের ওয়েভসাইট তাদের এই বিষয়ে কোন খবর যুগায়নি। লক্ষ কোটি লোক যারা অদৃশ্য হয়ে গেছে তাদের বিষয় নানা প্রকার তথ্য আলোচনা করা হবে। যারা পিছনে পড়ে থাকবে তাদের হৃদয়ে এবং মনে এক তীব্র অলীক বিশ্বাস আসবে, "যাহাতে তাহারা সেই মিথ্যায় বিশ্বাস করিবে" (২য় থিষলনীকীয় ২:১১)যীশু সেই সময়ের শেষের বিষয় সতর্ক করেন, "দেখিও, কেহ যেন তোমাদিগকে না ভুলায়। কেননা অনেকে আমার নাম ধরিয়া আসিবে, বলিবে, আমিই সেই খ্রীষ্ট, আর অনেক লোককে ভুলাইবে"।(মথি ২৪:৪-৫) ঈশ্বরের বাক্য, প্রার্থনা, যীশুর ভালবাসা এবং ভবিষ্যবাণীর পরিপূর্ণতার সাক্ষ্য সেই অলীক বিশ্বাসকে ঠেকাতে পারবে।

আমরা জানি বেশীর ভাগ লোক, যীশু আসছেন এই বিষয়ের সাবধানতাকে শুনবেনা। নোহের সময়ও এই একই প্রকার ছিল (মথি ২৪:৩৭-৩৯)। আমাদের সংস্থা সেই বীজ বপনের কিছু কাজ করছে যাতে করে ঈশ্বর রূপান্তরণের পরে খুব বেশী বৃদ্ধি দেখতে পান। আমাদের এই প্রার্থনা যেন লক্ষ্য লক্ষ্য লোক রূপান্তরণ্র পর যীশুতে বিশ্বাস করে। যদি ছয় লক্ষ কোটির পাঁচ প্রতিশত লোক বেঁচে যায় তা ৩০০ লক্ষ্য লোক বোঝায়। যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়, এর থেকে আরো অনেকে উদ্ধার পাবে কারণ আমরা জানি যে ঈশ্বর চান না যে "যে কেহ নাশ হয়, কিন্তু সকলেই যেন মনপরিবর্তন করে" (২য় পিতর ৩:৯)। যারা পিছনে পড়ে থাকবে তাদের জন্য এটা একটা দ্বন্ধের সময়, "কেননা তৎকালে এই রূপ মহাক্লেশ উপস্থিত হইবে, যেরূপ জগতের আরম্ভ অবধি এ পর্য্যন্ত কখনও হয় নাই, কখনও হইবেও না", আর সেই দিনের সংখ্যা যদি কমিয়া কমাইয়া দেওয়া না যাইত, তবে কোন প্রাণীই রক্ষা পাইত না; কিন্তু মনোনীতদের জন্য সেই দিনের সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া যাইবে"(মথি ২৪:২১-২২)। আমরা প্রার্থনা করি যে এই শেষ দিনে ঈশ্বর বিভিন্ন ভাবে কাজ করবেন এবং ট্রিবিউলেশন রেসকিউর দল শেষ সময়ের প্রচার কাজে এক বিশেষ ভাগ নেবে এবং মানুষের ইতিহাসে এটা একটা বড় পুনঃজাগরণ হবে। যারা পিছনে পড়ে থাকবে তাদের জন্য আমরা বিশ্বস্ত ভাবে প্রার্থনা করেচলেছি। যদি আপনি এইটি রূপান্তরণ্র পরে পটছেন, তবে আপনি একা নন। যীশু বলেছেন, "দেখ, আমিই যুগান্ত পর্য্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি" (মথি ২৮:২০)। আপনি জানবেন আপনি আমাদের প্রার্থনায় আছেন "শেষে কথা এই, তোমর প্রভুতে ও তাঁহার শক্তির পরাক্রমে বলবান্ হও"।(ইফিষীয় ৬:১০)।

যোগাযোগ/আমাদের সাথে যোগদিন

অপারেশন ট্রিবিউলেশন রেসকিউ বিষয় আরো জানার জন্য, আমাদের সাথে ই-মেলে যোগাযোগ করুণ

আপনি কি অপারেশন ট্রিবিউলেশনের (অফিশিওল) সদস্য হতে চান ?নিজে দেওয়া প্রয়োজনীয়তাকে পুরা করার পর, আপনি একজন সদস্য হতে পারেন।

১- আপনাকে যীশুতে একজন বিশ্বাসী হতে হবে । যদি আপনি বিশ্বাসী না হন অথবা নিশ্চিয়তা না থাকে তবে "আমি কি ভাবে উদ্ধার পেতে পারি বা পরিত্রাণ পেতে পারি"? সেই স্থলে যান ।"যীশুতে বিশ্বাস করুণ এবং আপনি উদ্ধার পাবেন" (প্রেরিত ১৬:৩১)

২- এই সবার এবং যারা পিছনে পড়ে আছে তাদের জন্য প্রার্থনা করুন ।

৩- এই ওয়েভ সাইটের বিষয় কম করে ১০ জনকে বলুন ।

যদি আপনি এই তিনটি প্রয়োজনীয়তা পুরো করেন, অভিনন্দন জানাই ! আপনি এখন অপরেশন রেসেকিউ দলের সদস্য! আমরা আপনার কাছ থেকে পত্র পেতে চাই । আমাদের ই-মেল পাঠান ।

সাবধানতা! নিরাপত্তার কারণ হেতু, আপনার আসল নাম পাঠাবেন না

নাম – (আসল নাম নয়)

ই-মেল

শহর-

রাজ্য-

দেশ-

যদি আপনি রূপান্তরনের পর এটা পড়েন, তবে কেউ থাকবে না । যাহা হউক, আমরা প্রার্থনা করছিযেন ঈশ্বর এমন লোক দের উঠান যারা অপারেশন ট্রিবিউলেশন রেসেকিউর এই দর্শন এবং সবাকে চালিয়ে নিয়ে চলে ।